গিরি নির্ঝর

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Jinakallyan Bhante

গিরি নির্ঝর

৮ম সংখ্যা, অক্টোবর ॥ ৯০ ইং, অগ্রহায়ণ ॥ ৯৭ বাংলা

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট
রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

গিরি নির্ঝর ঃ

৮ম সংখ্যা

অক্টোবর/৯০ ইং, অগ্রহায়ন/৯৭ বাংলা

প্রকাশনায় ঃ
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট
রাঙ্গামাটি।

সম্পাদক ঃ
সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা
পরিচালক,
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

সহকারী সম্পাদিকা ঃ
সাহানা দেওয়ান
সহকারী পরিচালিকা, গবেষনা ও প্রকাশনা শাখা,
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
সুনীতি জীবন চাকমা

অপসেট মুদ্রণ ও ব্লক নির্মানে ঃ
দি দীন প্রেস,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে ঃ
সাপ্তাহিক রাংগামাটির পক্ষে সম্পাদক মোহাম্মদ
মোখলেস উর-রাহমান ভূঁইয়া কর্তৃক
রাংগামাটি মুদ্রণালয়, তবলছড়ি (মাঝের বস্তী),
রাঙ্গামাটি হতে মুদ্রিত।

ঃ সুচী-পত্র ঃ

প্রবন্ধ :

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত/সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের লিটল ম্যাগাজিন/নন্দ লাল শর্মা

নিবন্ধ ঃ

৩। বর্ষপঞ্জি ত্রিপুরাব্দ ঃ প্রাচীন সভ্যতার দলিল/প্রভাংশু ত্রিপুরা

কবিতা ঃ

৪। উচ্চারণ/কাজী রফিকুল হক

৫। চিবুক/কৃষাণ/কাজী মোস্তফা

৬। মানচিত্র/মোসলেহ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী

৭। মানুষ তুমি/নাজিম হাসান

৮। বিদায় সুরঞ্জন/আলো ইসলাম

৯। হৃদয়ের শূন্য পাত্র/সুপ্রিয় তালুকদার

১০। ভালবাসাহীন ভালবাসা/মাকসুদুর রহমান

১১। হৃদয়ে রাধামন ধনপুদি/ভুঁইয়া মোখলেস-উর-রাহমান

১২। তোমার চিঠির উত্তরে/হীরা বড়ুয়া

চাকমা কবিতা ঃ

১৩। বুগর ব্যাধিয়ে হিল মাজ্যা/মৃত্তিকা চাকমা

১৪। অবরুদ্ধ বুকের ব্যাথায় (বঙ্গানুবাদ) ঐ

লোক সাহিত্য ঃ

১৫। একটি রাখাইন বিয়ে/সুগত চাকমা ননাধন

ছোট গল্প ঃ

১৬। কৃষ্ণচূড়ার ভালবাসা/মিসেস শোভা ত্রিপুরা

ভ্রমণ কাহিনী ঃ

১৭। তীর্থের পথে পথে (ধারাবাহিক) / শ্রী বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত

—সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

(১)

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রধান বাহন এবং মাপকাঠি হলো এই শিক্ষা আর জ্ঞান। তাই শিক্ষার জন্য, জ্ঞানের জন্য মানুষকে একে অপরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আজ যারা পিছিয়ে পড়া অশিক্ষিত, অনুন্নত পার্বত্যবাসীকে অসভ্য, বর্বর আখ্যায়িত করার উৎসাহিত তারাও একদিন অশিক্ষিত, বর্বর ছিল একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য পৃথিবীর মানুষ সর্বদা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পার্বত্যাঞ্চলের উজনখানেক উপজাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মূল কারণ যথোপযুক্ত শিক্ষা সম্প্রসারণের অভাব। বলা বাহুল্য এখনও উপজাতি অধ্যুষিত এই পার্বত্যভূমির শিক্ষিতের হার বাংলাদেশে সর্বনিম্ন। তাই এই অনুন্নত, পশ্চাদপদ পার্বত্যবাসীরা যাতে অশিক্ষা কুশিক্ষার বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য তাদের বসতির পরিবেশ আরো উন্নত করে তাদেরকে আত্মসচেতন ও আত্মউন্নয়নের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। এরজন্যে প্রয়োজন ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সমষ্টিগত প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য। তাদের পরিবেশ উন্নত করার জন্যে বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। উপজাতিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও পশ্চাদপদ তাদের উন্নয়নের জন্যে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক এবং বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা একটি অধিকতর উন্নত জনগোষ্ঠীর সহিত অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমমানে আসার পূর্বে যদি তাদেরকে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে উন্নত ও অনুন্নত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ব্যবধান কোন দিন দূর হবে না। অনুন্নত ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রিয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরাবরই পিছু টান দেবে। এক্ষেত্রে সমগ্র জাতি এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি ব্যাহত হবে।

(২)

শিক্ষার অতীত অবস্থা ঃ

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এলাকাটি চূড়ান্তভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে এই

পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরাংশ ত্রিপুরা মহারাজা এবং দক্ষিণাংশ আরাকানীদের ছিল বলে জানা যায়। ত্রিপুরা ও আরাকানী শাসনামলে এই অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যাশিক্ষাদানের জন্য কোন বিদ্যালয় ছিল বলে জানা সম্ভব হয়নি। তখন আরাকানীরা আরাকানী ভাষায় ত্রিপুরাগণ ত্রিপুরা ও বাংলা ভাষায় শাসন কার্য্য পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়। সাধারণতঃ ধর্ম মন্দির, ক্যাং প্রভৃতি জায়গায় বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হতো। মোগল আমলেও এই পার্বত্যবাসীদের উপর ফার্সী ভাষার খুব বেশী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। ১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে তারা এই পার্বত্যাঞ্চলেও তাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। পরবর্তীকালে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করে এই অঞ্চলটিকে তাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনার পর পার্বত্যবাসীকে ইংরেজী ও বাংলায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা দানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(৩)

উপজাতিদের ভাষা :

এই অঞ্চলের অনেক উপজাতি একই মংগোলীয় জনগোষ্ঠীভুক্ত এবং তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আকৃতিগত সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলেও তাদের ভাষার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। চাকমাগণ ইন্দোএরিয়ান শ্রেণীভুক্ত চট্টগ্রামী বাংলা ও অহমিয়া ভাষার অনুরূপ ভাষায় কথা বলেন। মার্মাগণ বর্মী ভাষার অনুরূপ ভাষায় এবং ত্রিপুরাগণ তিব্বতী বর্মন শ্রেণীভুক্ত বোডো বা বোরো ভাষায় কথা বলেন। লুসাই, পাংখোয়া, বমরা তিব্বতী বর্মন শ্রেণীর মধ্য কুকী—চীন ভাষায়, খ্যাং ও খুমীগণ দক্ষিণ কুকী—চীন ভাষায়, চাকগণ সাক বা লুই ভাষায়, ম্রোগণ তিব্বতী বর্মন শ্রেণীভুক্ত মিশ্র ভাষায় কথা বলে। তঞ্চংয়াগণ চাকমাদের অনুরূপ এবং রিয়াং ও উসুইগণ ত্রিপুরাদের অনুরূপ ভাষায় কথা বলেন। সমগ্র পার্বত্যাঞ্চলে কোন বিশেষ একটি উপজাতি ভাষাগতভাবে নিরংকুশ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি বলে সমগ্র অঞ্চলে কোন উপজাতীয় ভাষা "লিংগোয়া ফ্রাংকার" রূপ নিতে পারেনি। পক্ষান্তরে, এই এলাকার সকল উপজাতি সমতলবাসী বাংগালীদের সহিত ব্যবসায়িক লেনদেন করে থাকে বলে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাদেরকে বাংলা ভাষা শিখতে হয়। তাই বাংলা ভাষা এই অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে "লিংগোয়া ফ্রাংকা" হিসাবে গৃহীত হয়। একই কারণে এই অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি।

(৪)

উপজাতিদের হরফ :

উপজাতিদের মধ্যে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এই তিনটি প্রধান উপজাতির লেখার হরফ ছিল

সম্ভবতঃ এই উপজাতিগণ বর্মীদের মাধ্যমে একই উৎস দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মনক্ষেমরদের কাছ থেকে হরফগুলি পেয়েছেন। তবে হরফগুলির আকৃতি একই রকম হলেও একই হরফের বিভিন্ন উপজাতির উচ্চারণ রীতি বিভিন্ন রকমের। যেমন চাকমাগণ 'ক' হরফটিকে চুচ্যাংয়াকা বলেন, মারমাগণ সেই হরফটিকে কাগ্রী এবং ত্রিপুরাগণ আদ্যগুরু আঁজ্জী 'ক' বলে থাকেন। চাকমা এবং মারমা হরফে লেখা কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলেও ত্রিপুরাদের ব্যবহৃত হরফে এই পর্যন্ত কোন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। হরফগুলি ওঝা এবং বৈদ্যদের কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। চাকমা ও মারমা হরফে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলেও বিষয়বস্তু অধিকাংশই ধর্মীয় এবং ভেষজ বিদ্যাভিত্তিক। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী কাহিনী-গান রাধামন ধনপুদী বা চাদিগাংছাড়া পালার চাকমা হরফে লিখিত কোন পুস্তক পাওয়া যায়নি। তাই উপজাতিদের হরফগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত ছিল না বলে তাদের পক্ষে বাংলা এবং ইংরেজীতে বিদ্যাশিক্ষা লাভের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি।

(৫)

শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রাথমিক ইতিহাস :

১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হওয়ার পর জেলার অস্থায়ী সদর দপ্তর চন্দ্রঘোনায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজী ব্যতীত চাকমা এবং মারমা ভাষাও শেখানো হতো। পরবর্তীকালে ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে জেলার সদর দপ্তর রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হলে ১৮৬৯ সালে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চন্দ্রঘোনা থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর ১৮৭৮ সালে বিদ্যালয়টি মিডল ইংলিশ স্কুলে উন্নীত করা হয়। এরপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়টিকে হাই ইংলিশ স্কুলে উন্নীত করা হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম ২২ জন ছাত্র এন্ট্রান্স পাশ করেন। তন্মধ্যে উপজাতীয় ছাত্র ছিলেন তিন জন। তারা হলেন (১) স্বর্গীয় চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় (২) অবিনাশ দেওয়ান ও (৩) কৈলাশ চন্দ্র শৈল (কুকী)। ১৮৯৭ সালে রাজা ভুবন মোহন রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমনী মোহন রায় এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং ১৯১০ সালে মোট ২২জন ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। তন্মধ্যে উপজাতীয় ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৮ (আট) জন।

১৮৯০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সমগ্র পার্বত্য এলাকায় এই একটি মাত্র হাই ইংলিশ স্কুল ছিল। কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ১৯৫৭ সালে কাপ্তাইএ আরো একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর জেনারেল আইয়ুব খানের ডিকেড অব প্রোগ্রেস এর সময় মোট ৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি জুনিয়র বিদ্যালয়, ৮টি মিডল ইংলিশ স্কুল, ২৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে এই অঞ্চলে মাত্র ১টি

উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি মিডল ইংলিশ স্কুল ও ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম রাংগামাটিতে একটি বেসরকারী মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই মহাবিদ্যালয়টি রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে নেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এই পার্বত্যাঞ্চলে মোট ৩টি মহাবিদ্যালয়, ৩০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪৭টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ৮৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে ৫০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২২টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ৮৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এখন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১১,৭৪৯ জন। তন্মধ্যে ৪ ৮১১ জন উপজাতীয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৩৬,১২১ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ২২০৯৮ জন এবং ছাত্রী ১৪,০২৩ জন। জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা মোট ৩৭০ জন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা ১,১৬৬ জন তৎমধ্যে ৩৬৫ জন প্রধান শিক্ষক আছেন বর্তমানে প্রায় ৮০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২[illegible]টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও ৯১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭টি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় আছে।

গত ১৯৬১ সালে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব ডি, কে, পাওয়ারের নেতৃত্বে এই পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তদন্ত করে প্রতিবেদন দানের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় সেই কমিটির সুপারিশক্রমে রাংগামাটি উচ্চ বিদ্যালয়কে বহুমুখী করা হয় খাগড়াছড়ি, রামগড় ও নারানগিরি উচ্চ বিদ্যালয় সহ ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৬৪ সাল থেকে এই পার্বত্যাঞ্চলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পার্বত্যাঞ্চলের লোক সংখ্যা, সকল প্রকার বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা, বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও শিক্ষিতের হার নিম্নে প্রদান করা হইল :—

সাল	মোট লোক সংখ্যা	সকল প্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১৯০১	১,২৪,৩৬২ জন	১০৪টি	১,৫৮৯ জন	২ শতাংশ
১৯১১	১,৫৩,৮৩০ জন	১২৯টি	২,৩০১ জন	—
১৯২১	১,৭৩,২৪৩ জন	২১৫টি	৩,৬০৯ জন	—
১৯৩১	২,১২,৯২২ জন	২০০টি	৩,৯৯০ জন	[illegible] শতাংশ
১৯৪৭	২,৪৭,০৫৩ জন	২২০টি	—	—
১৯৫১	২,৮৭,৬৮৮ জন	২২৯টি	৭,০৮৮ জন	৮ শতাংশ
১৯৬১	৩,৮৫,০৭৯ জন	২৮৩টি	১৯,০৯৭ জন	[illegible] শতাংশ
১৯৭৮	৫,০৮,১৯৯ জন	৯,০৯২টি	৮২,৭০৭ জন	[illegible] শতাংশ
১৯৮৫	৭,৪৬,১২৮ জন	৯,০২২টি	৪৭,৮৭০ জন	২৮ শতাংশ

বর্তমানে এই পার্বত্যাঞ্চলে প্রতি ৮৪০ জন লোকের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রতি ৩৪,০৯০ জন লোকের জন্য একটি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, প্রতি ১৫,০০০ হাজার লোকের জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয়, প্রতি এক লক্ষ সাত হাজার লোকের জন্য একটি মহাবিদ্যালয় আছে। সকল প্রকারের ১০২২ টি বিদ্যালয়ে মোট ৪৭,৮৭০ জন শিক্ষার্থী আছে। এই পার্বত্যাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে চাকমা-গণ পরিবেশগত কারণে এবং লুসাইগণ ধর্মীয় কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য উপজাতিকে পেছনে রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

(৬)

[illegible] ও লুসাইগণের শিক্ষার অগ্রগতি লাভের [illegible] সমূহ:

[illegible] বর্গমাইল বিশিষ্ট এই বৃহত্তর পার্বত্য [illegible] একটি পর্বত সংকুল দুর্গম অঞ্চল। [illegible] যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। তাই [illegible] সবাই উন্নয়নের সুফল সমভাবে [illegible] পারেননি। তাই দূর-দূরান্তরে [illegible] বসবাসকারী অধিকাংশ উপজাতি [illegible] থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। [illegible] উন্নত সদর দপ্তরের সন্নিকটে [illegible] বসবাসকারী চাকমাগণ [illegible] অধিকতর সুফল ভোগ করে [illegible] ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে [illegible]

(ক) ১৮৬৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হওয়ার পর রাংগামাটিতে জেলার সদর কার্যালয় স্থাপিত হয়। বৃটিশ সরকার কর্তৃক এই সময়ে যে স্বল্পতম উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেগুলি যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত বলে প্রায়ই জেলা সদরের চতুর্পার্শ্বেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং এই অঞ্চলের পরিবেশও অন্যান্য এলাকা থেকে তুলনামূলকভাবে উন্নত হয়। উন্নত পরিবেশের সংস্পর্শে এসে চাকমা-দের মধ্যে আত্ম উন্নয়নের স্পৃহা জাগে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য রাংগামাটী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন যে ছাত্রাবাসে প্রাথমিকভাবে বিনা খরচে থাকা খাওয়া ও পড়ার ব্যবস্থা করা হয় তারও প্রথম সুফল চাকমাগণ ভোগ করতে সক্ষম হন।

(খ) বৃটিশ সরকার উপজাতিগণকে জুমিয়া যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে উর্বর নদীউপত্যকার সমতল ভূমি চাষাবাদের মাধ্যমে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করেন। প্রশাসনিক সদর দপ্তরের সন্নিকটে বসবাসকারী চাকমাগণ সর্বপ্রথম এই সুযোগ গ্রহণ করে উর্বর নদী উপত্যকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে চাষাবাদের মাধ্যমে তাদের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করেন। এই সমস্ত গ্রামে নদীপথে সহজ যোগাযোগ এর ব্যবস্থা গড়ে উঠার জন্য সেখানে বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এই অঞ্চলে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য যে প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার সুফল ভোগ

করে চাকমাগণ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন। এতে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) ১৯৩৮ সালের মধ্যে চাকমাগণের মধ্যে প্রায় এক ডজন ব্যক্তি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাদের মধ্যে মৃত ভুবন চন্দ্র চাকমা, মৃত কৃষ্ণ কিশোর চাকমা, মৃত নিরোদ বরণ দেওয়ান স্কুল সাব-ইনসপেকটর হিসাবে কাজ করেন। তারাও চাকমাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

(ঘ) ১৯৫৯ সালে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য কাপ্তাই বাঁধ তৈরী করা হইলে ২৫৬ বর্গমাইল এলাকার লক্ষাধিক চাকমা তাদের ঘর-বাড়ী, জমিজমা বাঁধের জলে ডুবে যাওয়ার ফলে অন্যত্র পুনর্বাসিত হয়। তাদের ক্ষতিগ্রস্থ ঘরবাড়ী, জমিজমার জন্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ফলে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। নুতন পুনর্বাসন এলাকায় তাদেরকে নুতনভাবে জমিজমা আবাদ করে নুতন বসতী গড়ে তুলতে হয়। তারা জীবন সংগ্রামে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। ফলে তারা অধিক আত্মসচেতন ও বাস্তববাদী হয়ে উঠেন। তাদের জীবন বোধের পরিবর্তন হয়। তাদের পেশাবৃত্তিতে বৈচিত্র্য আছে। এর ফলে তাদের জীবন প্রবাহে নুতন গতির সঞ্চার হয় এবং শিক্ষার পথে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। বলাবাহুল্য, চাকমাগণের মধ্যে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয় ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ তৈরী করার পর থেকে।

(ঙ) নুতন পুনর্বাসন এলাকায় চাকমাদের বৃহৎ বসতি গড়ে উঠে। এই কেন্দ্রীভূত চাকমা গ্রামগুলিতে দ্রুত উচ্চ বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে তাদের শিক্ষা লাভের পথ সুগম হয়।

(চ) চাকমা বসতি এলাকাগুলি অধিকাংশ হ্রদের ধারে অবস্থিত বলে জলপথে এইসব গ্রামে সহজ যোগাযোগ এর ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ফলে এইসব গ্রামের শিক্ষার্থীগণ দূর দূরান্তরে গিয়ে বিদ্যার্জন করতে সক্ষম হন।

(ছ) প্রশাসনিক সদর দপ্তরে চাকমাদের রাজা ও অন্যান্য নেতাগণ বসবাস করেন। ফলে তাঁরা নিজেদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট বহু ধরণের দাবী দাওয়া উত্থাপন করে সুযোগসুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম হন। জেনারেল আয়ুব খাঁর সময় প্রদত্ত বৌদ্ধ উপবৃত্তি চাকমা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুরূপ আর্থিক সুবিধা যা তাদেরকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিতে তুলনামূলকভাবে অধিক সহায়তা করেছে। এই সমস্ত কারণে চাকমাগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য উপজাতিগণকে তুলনামূলকভাবে পশ্চাতে রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও চলতি শতাব্দীর ষাট দশকের পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের গতি অত্যন্ত মন্থর ছিল। এই সময় আমরা দেখতে পাই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চাকমাদের মধ্যে স্বনীয় চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় সর্বপ্রথম এন্ট্রান্স পাশ করেন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তার

[illegible]মাতা মৃত যামিনি কুমার দেওয়ান সর্বপ্রথম [illegible]তক ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র চাকমা রাজকুমার কোকোনাদাক্ষ রায় সর্বপ্রথম বাংলায় এম, এ, পাশ করেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২০ বৎসরের মধ্যে আর দ্বিতীয় কোন চাকমা শিক্ষার্থী এম, এ, পাশ করতে পারেননি। ১৯৫৮ সালে মিঃ শরদিন্দু শেখর চাকমা ইতিহাস বিষয়ে এম, এ, পাশ করেন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর তার ডিকেড অব প্রোগ্রেসের সময় বিবিধ সুযোগ সুবিধা লাভের কারণে চাকমাগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন।

১৮৮৯ সালে বৃটিশ সরকার সমগ্র লুসাই পার্বত্য এলাকায় লুসাই জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে ধীরে ধীরে তাদেরকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। কয়েক যুগ ধরে খৃষ্টান মিশনারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রোমান হরফে তাদের ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা লাভের মাধ্যমে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হন। পক্ষান্তরে অন্যান্য উপজাতিগণ [illegible]রূপ বহু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত [illegible] প্রশাসনিক সদর দপ্তর থেকে বহু দূরে [illegible] পার্বত্যাঞ্চলে বসবাস করতেন বলে তারা [illegible] ভোগ করতে সক্ষম হননি। [illegible] এই সমস্ত উপজাতি এই অঞ্চলের [illegible] উর্বর সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপনের সুযোগ পাননি। ফলে তাদেরকে যোগাযোগ ব্যবস্থাহীন অরণ্যসংকুল দুর্গম পার্বত্য এলাকায় জুম চাষের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করতে হতো। উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য সরকার কর্তৃক অব্যাহত গতিতে যে উন্নয়ন তৎপরতা চালানো হয় তারও কোন সুফল তারা পাননি। ফলে তারা ধীরে ধীরে চরম দারিদ্রের অতল তলে ডুবে যেতে থাকে। শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাতে পড়ে থাকে। কাপ্তাই বাঁধের কারণে চাকমাদের মধ্যে যে নুতন জীবনবোধ গড়ে উঠে, তাদের জীবনের গতি সঞ্চার হয় এই সমস্ত উপজাতিদের জীবনে অনুরূপ কোন গতি সঞ্চারিত হয়নি। তাদের সনাতনী জীবন ধারায় কোন পরিবর্তন আসেনি। মারমাগণের দুইজন রাজা থাকা সত্বেও প্রশাসনিক সদর দপ্তর থেকে বহু দূরে দুর্গম অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করার জন্য তারাও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করতে পারেননি।

ত্রিপুরাগণ রাজা ও নেতৃত্বহীন অবস্থায় থেকেও বাহিরের কোন প্রকার সাহায্য সহায়তা ব্যতিরেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। অতিসম্প্রতি সদাশয় সরকার ত্রিপুরাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন, উহা ত্রিপুরাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এলাকাভুক্ত অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ উপজাতিগণকে এইভাবে বিশেষ

ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত সম্মুখে নিয়ে এসে অধিকতর উন্নত উপজাতিদের সমান কাতারে দাঁড় করাতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে, যে সমস্ত উপজাতি এখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাতে আছেন তারা সবাই দরিদ্র, অনুন্নত, দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী। অতিসম্প্রতি দেশের ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরাও যাতে উন্নয়নের সুফল সমভাবে ভোগ করতে পারেন সেই সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে যে উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হচ্ছে তাতে এই সমস্ত দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অনুন্নত ও অশিক্ষিত উপজাতিগণও শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করবে এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি।

(৭)

উপজাতিদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার অতিযান :

বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে প্রদান করা হলো। গত ১৯৭৮ সালে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে জরিপকার্য চালিয়েছিলাম তার উপর ভিত্তি করেই বিবরণটি তৈরী করা হলো। এই বিবরণে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারীদের যে নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে উহাতে যদি অনুরূপ শিক্ষিত কারোর নাম অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে দয়া করে এই অফিসে তার নাম, কত সালে কি বিষয়ে পাশ করিয়াছেন জানালে বাধিত হবো এবং এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় উহার সংশোধনী ছাপানো হবে। তালিকাতে নাম লেখা হয়নি এরূপ ব্যক্তির নাম যদি কারোর জানা থাকে তাকেও দয়া করে আমাদেরকে লিখিতভাবে নাম ও পাশের বিষয় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। নামের তালিকা পাঠানোর ঠিকানা :— সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

ক্রমিক নং	উপজাতির নাম	এম, এ,	বি, এ,	ডাক্তার	ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী	ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা	বি এজি	এম এজি	পশু পালন	আই ন	বৈদেশিক বৃত্তি	বিদেশ প্রশিক্ষণ	বিদেশ শিক্ষা সফর	বিদেশে চাকুরী রত
১	চাকমা	১২২	২২২	৪০	২৬	৫৪	১২	২	৭	৫	৩০	২৫	২০	২৫
২	মারমা	১২	২২	১৩	১২	—	৪	—	৮	১	২	—	৮	—
৩	ত্রিপুরা	১২	৫৪	৯	৩	—	—	—	—	—	১	২	—	—
৪	তঞ্চঙ্গ্যা	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—
৫	লুসাই	২	২	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—
৬	পাংখোয়া	—	২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—
৭	বম	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৮	খুমী	...	...		...	...	...	...	...	...	...	...	...	
৯	খ্যাং	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...		...	...
১০	চাক	...	১	...	...		...	...	...	...	...	...	...	...
১১	ম্রো	...	২	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

কুমার বোকোনাদক্ষ রায়
(উপজাতিদের মধ্যে প্রথম বাংলায় এম, এ, পাশ)

এই সমস্ত বিবরণ থেকে আমরা জানতে [illegible] এই পার্বত্যাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে [illegible] সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান [illegible] সম্প্রতি অনুন্নত ও অনগ্রসর [illegible] বিশেষ সুবিধাদানের মাধ্যমে [illegible] দ্রুত টেনে আনার জন্য [illegible] পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন [illegible] প্রশংসনীয়।

গত ১৯৭৬ সালে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এই উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য মহাবিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস প্রভৃতি নির্মাণ করেন এবং উপজাতীয় শিক্ষার্থীগণকে প্রতি বৎসর উপবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বর্তমানে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং এর অধিবাসীর সার্বিক উন্নয়নকল্পে যে বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে এই পার্বত্যাঞ্চলের উপজাতিরাও শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করবেন। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক উন্নয়ন তৎপরতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এই এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনুন্নত ও অশিক্ষিত অধিবাসীরাও উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারবে এবং তাদের শিক্ষালাভের পথও সুগম হবে। এর ফলে প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যার্জনের জন্য এতদসংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই বর্তমানে এই ধরণের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে যে আসনগুলি সংরক্ষিত আছে তা অপ্রতুল বলে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় এই অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয়দের জন্য আরো অধিক সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার নিয়ম কানুনও তাদের জন্যে শিথিল করতে হবে।

উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকার পরিমাণও আরো বর্দ্ধিত করতে হবে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সকল উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের সমভাবে দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক আচর পার্বত্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণে ক্ষেত্রে অধিকতর বৈষম্য সৃষ্টি করবে। সক উপজাতি যাতে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সমা সুযোগ সুবিধা পান তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থ করতে হবে। তবে সবাইকে সমান সুযো সুবিধা প্রদানের পূর্বে যে সমস্ত উপজা অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছে তাদের অন্যান্য অধিকতর অগ্রসর উপজাতিদের সমা কাতারে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ অর্থনৈতি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কেননা অধিক তর উন্নত সমাজের সাথে অপেক্ষাকৃত অনুন্ন সমাজকে একই সময়ে সমান সুযোগ সুবি প্রদান করলে তাদের মধ্যে যে ব্যবধান রয়ে তা কোনদিন দূর হবে না। অনুরূপ ব্যবস্থা ধীনে অনুন্নত উপজাতিরা কোনদিন উন্ন উপজাতিদের সমান কাতারে আসতে সক্ষম হ না। অনুন্নত উপজাতিগণকে বিশেষ অ নৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত উন্ন করে অন্যান্য উন্নত উপজাতিদের সম করার পরেই সবাইকে সমান সুযোগ-সুবি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তাদে মধ্যে সমতাবোধ জাগ্রত হবে। হীনমন্যতা দূ হয়ে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন দায়িত্বশীল নাগরি হিসাবে গড়ে উঠে জাতি ও রাষ্ট্রের সামগ্রি কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষ হবেন।

পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উচ্চ শিক্ষিতের খতিয়ান

'চাকমা'

ডাক্তার

১।	অনিল কুমার চাকমা, এম, বি, বি, এস,	
২।	সুব্রত চাকমা	ঐ
৩।	ইন্দু বিকাশ চাকমা	ঐ
৪।	ভগদত্ত খীসা	ঐ
৫।	চিরঞ্জীব তালুকদার	ঐ কানাডা/ইউ, কে তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
৬।	দিবাকর খীসা	ঐ লেঃ কর্নেল, বি, এ, এফ।
৭।	অরুণ জ্যোতি চাকমা	ঐ রাশিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
৮।	স্নেহ প্রভা চাকমা	ঐ
৯।	প্রসেনজিত চাকমা	ঐ
১০।	কিশলয় চাকমা	ঐ
১১।	মুকুলজ্যোতি চাকমা	ঐ
১২।	সুচরিতা দেওয়ান	ঐ
১৩।	উদয় শংকর চাকমা	ঐ
১৪।	উদয় শংকর দেওয়ান	ঐ
১৫।	কণিস্ক চাকমা	ঐ
১৬।	মণীষা চাকমা	ঐ
১৭	অজয় প্রকাশ চাকমা	ঐ /কাপ্তেন
১৮	অরুণ কান্তি চাকমা	ঐ
১৯	বিনয় কৃষ্ণ দেওয়ান	ঐ
২০	অনিকা চাকমা	ঐ
	শমিল দেওয়ান	ঐ
	শুভ্রা চাকমা	ঐ
	রনজিত চাকমা	ঐ (সুভলং খাগড়াছড়ি)

২৪।	অনুপ দেওয়ান	এম, বি, বি, এস	
২৫।	প্রগতি চাকমা	"	(পিতা—দয়াল চাকমা)
২৬।	অজয় চাকমা	"	
২৭।	প্রগতি চাকমা	"	
২৮।	অচ্যুত কুমার দেওয়ান	"	কনডেনসড
২৯	প্রভাত কুমার চাকমা	"	"
৩০।	ভগদত্ত চাকমা	"	
৩১	শ্রীময় রায়	এম, বি, বি, এস,	কোর্সের ছাত্র।
৩২।	শহীদ তালুকদার	"	
৩৩।	গায়ত্রী চাকমা	"	
৩৪।	নীতিশ চাকমা	"	
৩৫।	বাবুল কান্তি চাকমা	"	
৩৬।	তরুণ কান্তি চাকমা	"	
৩৭।	স্নেহ কুমার চাকমা	"	
৩৮।	রতন কুমার চাকমা	"	
৩৯।	বিনয় কৃষ্ণ চাকমা	"	
৪০।	মিন্তু দেওয়ান	"	
৪১।	এলি চাকমা	"	
৪২।		"	অমিয়াংশুর মেয়ে
৪৩।	বিজয়া চাকমা	"	খুলারাম বাবুর মেয়ে
৪৪।		"	মনজুলিকা চাকমার মেয়ে
৪৫।	অম্বিকা খীসা (আম্বু)	"	ভগদত্ত খীসার মেয়ে
৪৬।		"	বংকিম দেওয়ানের জামাই
৪৭।		"	সুরেন্দ্র বাবুর ছেলে
৪৮।	ধর্মজ্যোতি চাকমা,	বি, ডি, এস	
৪৯।	বীরসেন চাকমা	"	
৫০।	হিমাংশু বিকাশ দেওয়ান	এল, এম, এফ	
৫১।	সুদেন্দু বিকাশ চাকমা	"	
৫২।	নির্মল দেওয়ান	এম, বি, বি, এস	(মৃত)

৫।	সৌরিন্দ্র মোহন তালুকদার	এল, এম, এফ,	(মৃত)
৬।	শরৎ চন্দ্র তালুকদার	ঐ	(মৃত)
৭।	প্রমোদ তালুকদার	ঐ	(মৃত)
৮।	মদন মোহন দেওয়ান	ঐ	(মৃত)
৯।	মিতালী তালুকদার		৪র্থ বর্ষ
১০।	নীল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা		২য় বর্ষ

প্রকৌশলী (বি. এস. সি. ইঞ্জিনীয়ারিং)

১।	অমলেন্দু বিকাশ চাকমা	(সিভিল)
২।	জগৎজ্যোতি চাকমা	(সিভিল)
৩।	অমলেশ চাকমা	(সিভিল)
৪।	সুজিত চাকমা	(বিদ্যুৎ)
৫।	ত্রিদিব চাকমা	(যান্ত্রিক)
৬।	তরুণ তপন চাকমা	(সিভিল)
৭।	বিনয় প্রকাশ চাকমা	(যান্ত্রিক)
৮।	দীপংকর চাকমা	(যান্ত্রিক) সুধাংশু চাকমার পুত্র।
৯।	প্রণতোষ খীসা	(যান্ত্রিক)
১০।	দেবতোষ খীসা	(বিদ্যুৎ)
১১।	বিকাশ দেওয়ান	(বিদ্যুৎ)
১২।	সুজয় দেওয়ান	(সিভিল)
১৩।	অনিমেষ চাকমা	(বিদ্যুৎ)
১৪।	আলপনা চাকমা	(আরকিটেকচার)
১৫।	অতিক্রম চাকমা	(বিদ্যুৎ)
১৬।	দিলীপ চাকমা	(সিভিল)
১৭।	অনিমেষ চাকমা	(বিদ্যুৎ)
১৮।	উষাময় চাকমা	(যান্ত্রিক)
১৯।	রনজিত কুমার দেওয়ান	(সিভিল)
২০।	চিত্তরনজন চাকমা	(বুলগেরিয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিদ্যুৎ)

২১। দীপক খীসা (বুলগেরিয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিদ্যুৎ)

২২। ইন্দ্ররাজ চাকমা (রাশিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অটোমোবাইল)

২৩। সুকুমার চাকমা ঐ (হাড্রোলিক)

২৪। পুষ্পেন্দু চাকমা ঐ (বিদ্যুৎ)

২৫। কবীর দেওয়ান ঐ ঐ

২৬। অমিতাভ চাকমা (আলজেরিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, (পেট্রোকেমিকেল)

২৭। কবিতা চাকমা (আরকিটেকচারের ছাত্রী)

২৮। গীতা চাকমা ঐ

২৯। বীর কুমার চাকমা ঐ

৩০। কুলুত্তম চাকমা (বিদ্যুৎ) ছাত্র

৩১। দীপ্তিময় চাকমা ঐ

৩২। পল দেওয়ান সিভিল) ছাত্র

৩৩। সুভাশীষ চাকমা (সিভিল) ছাত্র

৩৪ তরুণ জ্যোতি চাকমা (বিদ্যুৎ) ছাত্র

৩৫। রতন কুমার চাকমা (বিদ্যুৎ) ছাত্র

৩৬। রুপামণি চাকমা প্রথম বৎসর এর ছাত্র, (চট্টগ্রাম)

৩৭। প্রাণেন্দ্রিয় চাকমা ঐ

৩৮। বিপ্লব তালুকদার প্রথম বৎসর এর ছাত্র, (রাজশাহী)

৩৯। নীলমোহনের ছেলে ঐ

৪০। বিদ্যুৎ দেওয়ানের ছেলে ঐ

৪১। সুরেশ্বর বাবুর ছেলে ঐ

৪২। দেবতোষ খীসার ভাই ঐ

৪৩। রনজিত দেওয়ান (সিভিল) ঐ ঢাকা

৪৪। অরুণ আলো চাকমা ঐ

৪৫। রনজ্যোতি চাকমা ক্যামিকেল ইনজিনিয়ারিং, (ঢাকা)

৪৬। যতীন্দ্র তঞ্চংয়ার শ্যালা (বিদ্যুৎ)

৪৭। খাগড়াছড়ির একটি ছেলে

১৮। বিধান চাকমা (ক্যামিকেল)

৪৯। মোহন চাকমা (সিভিল)

[illegible]	[illegible] চাকমা	আরকিটেকচার
[illegible]	[illegible] দেওয়ান	(সিভিল)
[illegible]	শুভাশীষ চাকমা	(সিভিল)
[illegible]	দীপ্তিময় তঞ্চংগা	(ইলেক্ট্রনিক)
[illegible]	দীপ্তিময় চাকমা	
২৫।	অনুপম তঞ্চংগা	৩য় বর্ষ
২৬।	মুকুর কান্তি তঞ্চংগা	২য় বর্ষ

ডিপ্লোমা প্রকৌশলী

১।	পুলীন চন্দ্র দেওয়ান (মৃত)	(সিভিল)
২।	কৃষ্ণমোহন চাকমা	”
৩।	যামিনী কুমার খীসা	”
৪।	সমরেন্দ্র লাল চাকমা	”
৫।	বলভদ্র চাকমা	”
৬।	রজনী চাকমা	”
৭।	তরুন আলো খীসা (মৃত)	”
৮।	বুদ্ধেন্দু চাকমা	”
৯।	কান্তিময় চাকমা	”
১০।	অদ্যুত কুমার চাকমা	”
১১।	যৌতুক কুমার চাকমা	”
১২।	রসময় চাকমা	”
১৩।	প্রকৃতি বিজয় চাকমা	”
১৪।	প্রগতি রঞ্জন খীসা	”
১৫।	ভারত চন্দ্র খীসা	”
১৬।	সৈলেন্দ্র দেওয়ান (বিদ্যুৎ)	”
১৭।	নৃপতি চাকমা ”	”
১৮।	অনংগ রঞ্জন চাকমা ”	
১৯।	নির্মলেন্দু বিকাশ চাকমা	বিদ্যুৎ
২০।	বিকাশ কান্তি চাকমা	”
২১।	চিত্তরঞ্জন চাকমা	(বিদ্যুৎ)
২২।	সুনীতি রঞ্জন চাকমা	”
২৩।	বুদ্ধময় চাকমা	”
২৪।	বিমল কান্তি চাকমা	”
২৫।	সুনির্মল চাকমা	”
২৬।	কপিলেন্দু চাকমা	”
২৭।	ইন্দ্র রঞ্জন চাকমা	”
২৮।	জহর লাল চাকমা	”
২৯।	শান্তি বিকাশ চাকমা	”
৩০।	বাসনা বিকাশ চাকমা	”
৩১।	ফেলারাম চাকমা	(যান্ত্রিক)
৩২।	বিমল কান্তি চাকমা	”
৩৩।	ব্রজমোহন চাকমা	”
৩৪।	যশোবন্ত দেওয়ান	”
৩৫।	প্রিয়ব্রত চাকমা	”
৩৬।	অনন্ত বিহারী চাকমা	”
৩৭।	মৃণাল কান্তি চাকমা	”
৩৮।	সুনীল কান্তি চাকমা	”
৩৯।	চিত্ত রঞ্জন চাকমা	(অটোমোবাইল)
৪০।	জহর ভূষণ চাকমা	”
৪১।	নবকুমার তঞ্চংগা	(সিভিল)
৪২।	তুষার কান্তি দেওয়ান	অটোমোবাইল
৪৩।	কুসুম কুমার চাকমা	”
৪৪।	ইন্দ্ররাজ চাকমা	”
৪৫।	কালিমাধব চাকমা	(দর্জিবিদ্যা)
৪৬।	রবীন্দ্র লাল চাকমা	”
৪৭।	প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা	”
৪৮।		
৪৯।	আলোক চন্দ্র খীসা	(টেক্সটাইল)

৫০। তপন কুমার চাকমা (টেক্সটাইল)
৫১। ভুপেন্দ্র নাথ চাকমা (উডওয়ার্কিং)
৫২। সর্মেন্দু বিকাশ চাকমা ঐ
৫৩। স্নেহ কুমার চাকমা ঐ
৫৪। পঞ্চজয় চাকমা (সিভিল)

কৃষি বিষয়ক ডিগ্রী

১। সুশীল জীবন চাকমা
২। কৌশল দেওয়ান
৩। প্রকৃতি রঞ্জন খীসা
৪। নবদ্বীপ চাকমা
৫। কাজল তালুকদার
৬। পরিতোষ খীসা
৭। বিধান কৃষ্ণ দেওয়ান
৮। খগেন্দ্র দেওয়ানের পুত্র।
৯। সোমনাথ চাকমা
১০। সন্তোষ কুমার চাকমা
১১। ইন্দুলাল চাকমা
১২। সুবোধ বিকাশ চাকমা

মৎস বিষয়ক ডিগ্রী

১। ডঃ সোমেন দেওয়ান
২। চন্দ্র কুমার চাকমা

পশু পালন বিষয়ে ডিগ্রী

১। মানিক লাল চাকমা
২। অনিল কুমার কার্বারী (মৃত)
৩। শ্যামাকর চাকমা
৪। রবীন্দ্র লাল চাকমা
৫। সুচিত্র দেওয়ান
৬। তরুন আলো খীসা

পশু পালন বিষয়ে ডিপ্লোমা

১। যামিনী রঞ্জন চাকমা (অবসর প্রাপ্ত
২। চিত্তরঞ্জন চাকমা ঐ
৩। রমেশ চন্দ্র চাকমা ঐ
৪। ভুপতি রঞ্জন চাকমা ঐ
৫। দয়াল মোহন চাকমা ঐ
৬। কুমার বিনয় চাকমা ঐ
৭। রীন্দু লাল চাকমা ঐ
৮। বিমল কান্তি চাকমা ঐ

স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত এম, এ, বাংলা বিষয়ে ৮ জন

১। কোকোনাদাক্ষ রায় (মৃত)
২। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা
৩। নমিতা দেওয়ান
৪। বীর কুমার চাকমা (মৃত)
৫। প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু
৬। সুভেন্দু চাকমা
৭। সুহৃদ চাকমা
৮। মৃত্তিকা চাকমা
৯। প্রভাত চাকমা
১০। সন্তনু চাকমা
১১। শিশির চাকমা
১২। রীনা চাকমা

এম, এ, ইংরেজী বিষয়ে ৯জন

১। বিপসসী চাকমা
২। চিত্ত রঞ্জন চাকমা
৩। প্রমোদ বিকাশ কার্বারী
৪। প্রজ্ঞাবীর চাকমা

মৈত্রী রায়
রাজশ্রী রায়
মুকুল কান্তি চাকমা (ভারতে)
রমনী চাকমা
দীপংকর শ্রী জ্ঞান চাকমা
শান্তিময় চাকমা (সম্মান)
যোগেশ তঞ্চংয়া

এম, এ, ইতিহাস বিষয় ২৭ জন

শরদিন্দু শেখর চাকমা
তারাচরণ চাকমা
সমিত রায়
চন্দ্রিমা দেওয়ান
অমূল্য বিকাশ চাকমা
পূর্ণাংগ খীসা
মোহন বাঁশী চাকমা
শান্তশীল চাকমা
পরেশ নাথ চাকমা
সুরেশ কান্তি চাকমা
মুকুল কান্তি চাকমা
নিশিথ বরণ চাকমা
গৈরিকা চাকমা
নবরশ্মি চাকমা
তরুণ তপন চাকমা
শান্তিময় চাকমা (বি, এ, সম্মান)
প্রীতিরাণী চাকমা
সুগত চাকমা
পার্থ প্রতিম চাকমা
এনাকী খীসা
ধ্রুব জ্যোতি চাকমা
শান্তি রঞ্জন চাকমা

২৩। বকুল চন্দ্র চাকমা
২৪। চিরজ্যোতি চাকমা
২৫। অরিন্দম চাকমা
২৬। মিহির কিরন চাকমা
২৭। জ্ঞান রঞ্জন তঞ্চংয়া

এম, এ, দর্শন বিষয় (৫জন)

১। ডঃ নীরু কুমার চাকমা
২। জ্ঞানেন্দ্রিয় চাকমা
৩। বিমলাতিশ্ব শ্রমণ
৪। উত্তরা রায়
৫। স্বপ্না চাকমা

এম, এ, সমাজ বিজ্ঞান—৩০ জন

১। প্রফুল্ল কুমার চাকমা
২। আরতি চাকমা
৩। শিখা চাকমা
৪। পিনাকী দেওয়ান
৫। আদিত্য দেওয়ান
৬। বীরেন্দ্র লাল চাকমা
৭। মথুরা লাল চাকমা
৮। ডঃ সুধীর কুমার চাকমা
৯। সাধন কুমার চাকমা (জনসংযোগ)
১০। প্রভা শংকর চাকমা
১১। রমনী মোহন চাকমা
১২। বোধিসত্ত্ব দেওয়ান
১৩। সুধাসিন্দু খীসা
১৪। জয়ন্ত কুমার চাকমা
১৫। সুধাময় চাকমা
১৬। বিজন মনি চাকমা
১৭। গীতা দেওয়ান
১৮। রীনা চাকমা

১৯। সিরকিত চাকমা
২০। অমল বিকাশ চাকমা
২১। রুপম দেওয়ান
২২। শুভ্রা চাকমা
২৩। ধর্ম জ্যোতি চাকমা
২৪। অনুভা চাকমা
২৫। মৈত্রী দেওয়ান
২৬। নিভারানী চাকমা
২৭। স্নিগ্ধা চাকমা
২৮। (ডেঙা) খীসা
২৯। বিথীকা চাকমা
৩০। রোহিনী বিকাশ চাকমা

এম, এ, অর্থনীতি—১২জন

১। দেবদত্ত খীসা
২। সুখময় চাকমা
৩। দয়াল চাকমা
৪। জনলাল চাকমা
৫। সুশোভন দেওয়ান
৬। প্রিয় জ্যোতি খীসা
৭। মংগল কুমার চাকমা
৮। সুদত্ত চাকমা
৯। মৈত্রী প্রসাদ খীসা (সম্মান) এম, এ
১০। মিলন কান্তি তঞ্চংয়া
১১। মধু মঙ্গল চাকমা
১২। সুব্রত চাকমা

এম, এ, সাংবাদিকতা—৩জন

১। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা
২। মতিলাল চাকমা
৩। বিনয় কৃষ্ণ খীসা

এম, এ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান—৩জন

১। চিৎময় চাকমা
২। অরুন কুমার দেওয়ান
৩। ব্রজেন্দু শেখর চাকমা

এম, এ, পালি—২জন

১। নূতন বিহারী চাকমা
২। শ্রদ্ধালংকার ভিক্ষু

এম, এস, সি. ভূগোল—৫জন

১। অমরেন্দ্র লাল খীসা
২। সুসময় চাকমা
৩। তপন কুমার চাকমা
৪। সীমা দেওয়ান
৫। সমীর চাকমা (বি, এ, অনার্স)

এম, এস, সি, বোটানী—২জন

১। সুদিব্য চাকমা
২। বাঞ্ছিতা চাকমা

এম, এস, সি, রসায়ন—৩ জন

১। রামেন্দু শেখর দেওয়ান
২। হিরোহিতো চাকমা
৩। অশোক কুমার চাকমা

এম, এস: সি: পদার্থ বিদ্যা—১ জন

১। সুগত চাকমা

এম কম কমার্স—১ জন

১। মধুসূধন চাকমা

এম কম ম্যানেজম্যান্ট—৮ জন

১। বিনয় শংকর চাকমা
২। প্রদানেন্দু চাকমা
৩। সমীরন চাকমা

মৈত্রী জীবন খীসা
মিচিকো চাকমা
বীরেন্দ্র বিজয় চাকমা
অমিত চাকমা
সমীরন দেওয়ান

এম এ এল এল বি—২ জন

সুকৃতি রঞ্জন চাকমা
দীপেন দেওয়ান

এম এ পাশ— ৪জন

শ্রীলা তালুকদার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
অনুকনা চাকমা
হাসি দেওয়ান
মৈত্রী দেওয়ান (শৈলেন্দ্র দেওয়ানের মেয়ে)
এম, এস, সি, (ষ্টেটেটিক্স)
শৈলেশ্বর চাকমা

বার এট-ল

চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়
সত্যেন্দু চাকমা বাংলা
রমনী চাকমা-ইংরেজী
সমীরণ দেওয়ান-এম, কম
রীনা চাকমা-সমাজ বিজ্ঞান
বিথীকা চাকমা- ঐ
অমল বিকাশ চাকমা-সমাজ বিজ্ঞান
গীতা দেওয়ান- ঐ
দয়াল চাকমা-অর্থনীতি
অরুন কুমার চাকমা-রাষ্ট্র বিজ্ঞান
সুরেশ কান্তি চাকমা-ইসলামিক ইতিহাস
শান্তশীল চাকমা-ইতিহাস
বীরেন্দ্র বিজয় চাকমা-এম কম
সুকৃতি রঞ্জন চাকমা-এম এ এল এল বি

সর্বমোট

১।	এম এ বাংলা—	৮ জন
২।	এম এ ইংরেজী—	১ জন
৩।	এম এ ইতিহাস—	২৩ জন
৪।	সমাজ বিজ্ঞান—	২৭ জন
৫।	এম এ অর্থনীতি—	৮ জন
৬।	„ সাংবাদিকতা—	১ জন
৭।	রাষ্ট্র বিজ্ঞান—	৩ জন
৮।	পালি—	২ জন
৯।	ভুগোল—	৪ জন
১০।	বোটানী—	২ জন
১১।	রসায়ন—	৩ জন
১২।	পদার্থ বিদ্যা—	১ জন
১৩।	এম কম—	১ জন
১৪।	ম্যানেজমেন্ট—	৭ জন
১৫।	এল এল বি—	১ জন
১৬।	এম এ পাশ—	৩ জন
	মোট—	১০৩ জন

তঞ্চঙ্গ্যা

এম এ ইতিহাস-১জন (১) জ্ঞান রঞ্জন তঞ্চংয়া
এম এস সি রসায়ন (১) বিধুভূষণ তঞ্চংয়া
(শেষ বর্ষ)

নীলধন তঞ্চংয়া গণিত— ২য় বর্ষ
স্নিগ্ধা তঞ্চংয়া ইতিহাস— প্রথম বর্ষ

বি, এ,—১৮১ জন

১।	বলভদ্র তালুকদার	(মৃত)
২।	পূর্ণ কুমার দেওয়ান	„
৩।	যামিনী কুমার দেওয়ান	„
৪।	রাজেন্দ্র লাল দেওয়ান	„

৫। কৃষ্ণ কিশোর চাকমা মৃত
৬। রাজা নলিনাক্ষ রায় „
৭। ভুবন চন্দ্র চাকমা „
৮। নিরোধ বরণ দেওয়ান „
৯। হেমন্ত প্রসাদ তালুকদার „
১০। নরেন্দ্র লাল চাকমা „
১১। হরিপদ চাকমা
১২। জ্যোতির্ম্ময় চাকমা
১৩। বিপুলেশ্বর দেওয়ান
১৪। অশোক কুমার দেওয়ান
১৫। বভ্রুবাহন চাকমা
১৬। রাজেন্দ্র লাল চাকমা
১৭। গোপাল কৃষ্ণ চাকমা
১৮। সুরকৃষ্ণ চাকমা
১৯। সুমতি রঞ্জন চাকমা
২০। স্নেহ কুমার চাকমা
২১। কালেন্দ্র চাকমা
২২। সুশীল জীবন চাকমা
২৩। সুভাষ চাকমা (বিনোদ বিহারীর ভাই)
২৪। সুভাষ চাকমা (বন্দুক ভাংগা)
২৫। জ্যোতির্ম্ময় চাকমা
২৬। হেমন্ত চাকমা
২৭। রঞ্জন বিকাশ চাকমা
২৮। সুনীতি চাকমা
২৯। পূর্ণ চন্দ্র চাকমা
৩০। সুভাষ চাকমা (মাইসছড়ি)
৩১। গোপেন্দ্র চন্দ্র চাকমা
৩২। রতনমনি চাকমা
৩৩। মৃণাল কান্তি তালুকদার
৩৪। পূর্ণ চন্দ্র চাকমা
৩৫। কিশলয় চাকমা
৩৬। সমীরন চাকমা
৩৭। শম্ভু কুমার চাকমা
৩৮। হিমাংশু খীসা
৩৯। জ্ঞান দত্ত খীসা
৪০। বিপিন কিশোর চাকমা
৪১। অনিরুদ্ধ চাকমা
৪২। সুপ্রিয় তালুকদার
৪৩। দীপংকর তালুকদার
৪৪। দীপংকর সীধামাই
৪৫। চারু বিকাশ চাকমা
৪৬। শান্তিময় দেওয়ান
৪৭। শান্তি বিকাশ চাকমা
৪৮। সুকুমার দেওয়ান
৪৯। প্রভাত কুমার দেওয়ান
৫০। ললিত কুমার তালুকদার
৫১। সঞ্জিত কুমার চাকমা
৫২। জাপানী রঞ্জন চাকমা
৫৩। বিচিত্র বিজয় দেওয়ান
৫৪। রেবতী লাল চাকমা
৫৫। ইন্দ্র লাল চাকমা
৫৬। বিজয় কুমার চাকমা
৫৭। পারিজাত কুসুম চাকমা
৫৮। হরিশ চন্দ্র চাকমা
৫৯। উদয় শংকর চাকমা
৬০। পরিমল চাকমা
৬১। বিমল চাকমা
৬২। সৌমেন্দ্র নারায়ন দেওয়ান

৬৩। শান্তি চাকমা
৬৪। উত্তম দেওয়ান
৬৫। অনিমেশ দেওয়ান
৬৬। উষাতন তালুকদার (বি, এ, সম্মান)
৬৭। আশেন্দু চাকমা
৬৮। কালি মোহন চাকমা
৬৯। একাম চন্দ্র চাকমা
৭০। আস্তিক মনি চাকমা
৭১। রঞ্জন মনি চাকমা
৭২। শুধাংশু বিকাশ চাকমা
৭৩। অনন্ত বিহারী চাকমা
৭৪। অশোক মিত্র কার্বারী
৭৫। অর্পনাচরন চাকমা
৭৬ মামবেন্দু নারায়ন লার্মা
৭৭। পূর্ণ কুমার চাকমা (মৃত)
৭৮। প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা
৭৯। প্রীতি কুমার চাকমা
৮০। দয়াল হরি চাকমা
৮১ গৌতম চাকমা
৮২। সুবিনয় চাকমা
৮৩। গৌতম দেওয়ান
৮৪। নীল রঞ্জন চাকমা/জ্ঞান রঞ্জন চাকমা
৮৫ উৎপল কান্তি চাকমা
৮৬ নিকুনজ বিহারী চাকমা
৮৭ রামকৃষ্ণ চাকমা
৮৮ সুরেশ কান্তি চাকমা
৮৯ সত্যব্রত চাকমা
৯০ নির্মল কান্তি চাকমা
ব্রহ্মদত্ত খীসা
অরুণ জ্যোতি চাকমা

৯৩। ফুলদা রঞ্জন চাকমা
৯৪। বিক্রম চাকমা
৯৫। সামন্ত চাকমা
৯৬। কান্তি চাকমা
৯৭। দেব প্রসাদ দেওয়ান
৯৮। অমরেন্দ্র চাকমা
৯৯। অনাদি চাকমা
১০০। সুরেশ চাকমা
১০১। সুদত্ত চাকমা
১০২। তন্ময় রায়
১০৩। নিতিশ দেওয়ান
১০৪। সুশান্ত চাকমা
১০৫। চাঁদ রায়
১০৬। বাবুল চাকমা
১০৭। ঝর্ণা চাকমা (রায়)
১০৮। বাবুল চাকমার ভাই
১০৯ এঞ্জেলা দেওয়ান
১১০। সবিতা দেওয়ান
১১১। পিলু দেওয়ান
১১২। সাহানা দেওয়ান
১১৩। নিরুপা দেওয়ান
১১৪। মনজুলিকা চাকমা
১১৫। অনজুলিকা চাকমা
১১৬। লতিকা তালুকদার
১১৭। পদ্মা তালুকদার
১১৮। রেখা চাকমা
১১৯। অনিতা চাকমা
১২০। কল্পনা চাকমা
১২১। পুরবী দেওয়ান
১২২। ইলা তালুকদার

১২৩। দেবাশীষ রায়
১২৪। উমেশ রায়
১২৫। উমেশ রায়ের ভাই
১২৬। নিত্যময় চাকমা
১২৭। বিপাশা দেওয়ান
১২৮। শিখা তালুকদার
১২৯। ফুলেশ্বর চাকমা
১৩০। কিরীতি রায়
১৩১। আশীষ তালুকদার
১৩২। স্নেহকুমার চাকমা (বিরলাল)
১৩৩। রনবীর চাকমা
১৩৪। সুনীতা চাকমা (জুলু)
১৩৫। রনজিত কুমার চাকমা
১৩৬। শ্যামল কান্তি চাকমা
১৩৭। রমা রাণী চাকমা
১৩৮। প্রদীপ তালুকদার
১৩৯। রনতু দেওয়ান
১৪০। রাজকুমার চাকমা
১৪১। সৌরেন্দ্রিয় চাকমা
১৪২। বিবেকানন্দ চাকমা
১৪৩। যতীন্দ্র বিহারী চাকমা
১৪৪। ঘনশ্যাম দেওয়ান
১৪৫। পদ্ম রঞ্জন চাকমা
১৪৬। শান্তিপ্রিয় চাকমা
১৪৭। অমল বিকাশ চাকমা
১৪৮। তরুণ বিকাশ চাকমা
১৪৯। রনজন কুমার চাকমা
১৫০। কুন্দ কিশোর চাকমা
১৫১। সাধন চন্দ্র চাকমা
১৫২। তাপসী চাকমা
১৫৩। ভানুমতি চাকমা
১৫৪। আশুতোষ চাকমা
১৫৫। অজিত বরণ চাকমা
১৫৬। চিরজ্যোতি চাকমা
১৫৭। প্রভাত চাকমা
১৫৮। মতিলাল চাকমা (অর্থনীতি সম্মা
১৫৯। শ্যামল কুমার চাকমা (অর্থনীতি)
১৬০। প্রিয়জ্যোতি খীসা (অর্থনীতি স
১৬১। বিনয়কৃষ্ণ খীসা (অর্থনীতি সম্মা
১৬২। অরিন্দম চাকমা (ইংরেজী সম্মা
১৬৩। মিহির কিরণ চাকমা (ইংরেজী স
১৬৪। শান্তিময় চাকমা (ইংরেজী সম্মান
১৬৫। দেবপ্রসাদ দেওয়ান
১৬৬। মংগল কুমার চাকমা
১৬৭। প্রিয়দর্শী খীসা
১৬৮। দুলাল কান্তি চাকমা
১৬৯। কালি রনজন চাকমা
১৭০। রনজিত কুমার চাকমা
১৭১। সমীর চাকমা (বি, এ, রাষ্ট্রবিজ্ঞ
১৭২। অমিত রায়
১৭৩। শ্যামল কান্তি চাকমা
১৭৪। সুশোভন খীসা (সম্মান)
১৭৫। রমনী চাকমা
১৭৬। প্রদীপ চাকমা
১৭৭। বিথী তঞ্চংয়া
১৭৮। স্নিগ্ধা তঞ্চংয়া
১৮৯। তঞ্চংয়া
১৮০। প্রমিতা তালুকদার।

বি, কম—১১ জন

১। জিতেন্দ্রিয় চাকমা
২। ধর্মদর্শী চাকমা
৩। অর্ধেন্দু চাকমা
৪। বৈকুণ্ঠ চাকমা
৫। চন্দ্রদুলাল দেওয়ান
৬। জগৎজ্যোতি চাকমা
৭। শাক্যেন্দু চাকমা
৮। নীলধ্বজ চাকমা
৯। অনিল কুমার চাকমা
১০। পিযুষ কান্তি চাকমা
১১। প্রমোদেন্দু বিকাশ চাকমা
১২। বিক্রম রায়
১৩। উদয় অরুণ চাকমা
১৪। ফুলেশ্বর চাকমা
১৫। জ্যোতির্ময় চাকমা
১৬। প্রদ্যুৎ কুমার দেওয়ান
১৭। সুভাশীষ দেওয়ান
১৮। অনিল খীসা
১৯। ছন্দক লাল দেওয়ান (মৃত)
২০। অমিত চাকমা (বি, কম)
মিচিকো চাকমা

বি, এস, সি—২০ জন

কীর্তিশ চন্দ্র চাকমা
অনিল কুমার চাকমা
লক্ষী কুমার চাকমা
সনজয় চাকমা
জ্ঞানময় চাকমা
চিরঞ্জীব রায়
৭। উত্তম দেওয়ান
৮। কুশল দেওয়ান
৯। সুভাষ চাকমা
১০। পূর্ণেন্দু চাকমা
১১। বিনয় চাকমা
১২। জগদীশ চাকমা
১৩। সুকৃতি চাকমা
১৪। দিব্যেন্দু চাকমা
১৫। সন্তোষ বিকাশ চাকমা
১৬। স্নেহময় চাকমা
১৭। শান্তিময় চাকমা
১৮। মৃনাল কান্তি চাকমা
১৯। সুপ্রভা চাকমা
২০। উতংগমনি চাকমা (ভারতে)

'মারমা উপজাতি'

ডাক্তার

১। নেলী চৌধুরী— এম, বি, বি, এস
২। মং তেজ ঐ
৩। মেন্ত্র প্রু ঐ
৪। মং চাথোঁয়াই ঐ
৫। মংসুরেহ্লা মং ঐ রাশিয়া
৬। উ চ সুয়ে ঐ লণ্ডন
৭। পুচনু ঐ
৮। মংসুয়েহ্লার পুত্র ঐ
৯। বামং প্রু ঐ কক্সবাজার উচিং বাবুর মেয়ে
১০। মুসুয়ে প্রু ঐ ছাত্র

১১। মেনি প্রু—এম' বি, বি, এস (ছাত্র)

১২। মংসুয়েহ্লা প্রুর ছেলে

১৩। চাথোয়াই রোয়াজার মেয়ে

১৪। মং চাথোয়াই এম, বি, বি, এস, ৪র্থ বর্ষ

১৬। অং প্রু মং এম, বি, বি, এস,

প্রকৌশলী

১। উথামং (বাজালিয়া)

২। অংক্যথোয়াই (যান্ত্রিক) আমেরিকা

৩। হানমং মাইনিং

৪। মংগ্য

৫। মংথানহান (আর্কিটেক্ট)

৬। খিলিমং (সিভিল)

৭। উবাপ্রু (যান্ত্রিক)

৮। মং (চন্দ্রঘোনা)

৯। কাসচিং (সিভিল ছাত্র)

১০। মং টিংসু (বিদ্যুৎ)

১১। ক্যহ্লাথেইন (সিভিল)

১২। মনুচিং (চাইহ্লাপ্রু বাবুর ছেলে)

১৩। গরাঅং

১৪। ক্যাসাচিং (থোঁয়াই মাজাই এর ভাই)

১৫। (মেজর মং কিউর ছেলে)

১৬। ক্যহ্লা সুয়েহ্লাপ্রুর শালা (উচিং বাবুর ছেলে)

১৭। কেসসিং মারমা (সিভিল)

১৮। ক্যহ্লাছনী ইনজিনীয়ার

১৯। লোয়াইচাপ্রু (রুভেল)

কৃষি ইনজিনীয়ারিং

১। উচাপ্রু

২। অংচলহা

৩। অংচিংচিং

৪। থোঁয়াই সাজাই

এম, এ

১। মং চানু—অর্থনীতি

২। চম্রামং—রাষ্ট্রনীতি

৩। ম্যামিচি লিলি—সাংবাদিকতা

৪। মং মং—এম, কম

৫। মং সুয়ে প্রু—„

৬। মং চাথোয়াই—এম, এস, সি

৭। পাইসু প্রু—সমাজ বিজ্ঞান

৮। সম চিং— „

৯। মংচিসু— „

১০। চিংথ্য রোয়াজা—রাষ্ট্র বিজ্ঞান

১১। চায়াংপ্রু—ইংরেজী

১২। উচহ্লা—এম, এ, এল, এল, বি

গ্রাজুয়েট

১। উহ্লা প্রু—বি, এস, সি

২। মং সুয়েহ্লা প্রু—বি, এ,

৩। ম্রা ইহ্লাপ্রু বাবুর ছেলে—বি, এ,

৪। মং কিউ— বি, এ

৫। উগ্যাঙ্গাই— „

৬। সা, অং, প্রু— „

৭। চাই হ্লাপ্রু— „

৮। রেম্রাচাই „

৯। পাইহ্লাপ্রু— „

১০। চাবাই— „

১১। উসুফ্রু— বি, এ (মংছিনুর স্ত্রী)

১২। জিনি অং— „

১৩। মেসু ফ্রু— „

[illegible]

[illegible] বাবুর মেয়ে)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]—বি, কম

[illegible] (বোমাং চিপের মেয়ে)

[illegible] চৌধুরী—বি, এড

[illegible] প্রু

[illegible] প্রু (ইলো)

ত্রিপুরা উপজাতি

ডাক্তার

বিশ্বকীর্তি ত্রিপুরা—এম, বি, বি, এস

হেমন্ত ত্রিপুরা— ঐ ছাত্রী

রাজেন্দ্র ত্রিপুরা— ঐ „

গীতা ত্রিপুরা— ঐ „

লোপা ত্রিপুরা „

বেবী ত্রিপুরা „

মিতালী ত্রিপুরা „

চানাইপ্রু „

মনজু দেব বর্মন „

লক্ষীধন ত্রিপুরা ছাত্র

শ্যামল ত্রিপুরা

সঞ্জীব ত্রিপুরা

প্রকৌশলী

কুবলেশ্বর ত্রিপুরা, বি, এস, সি, ইনজিঃ (সিভিল)

অজয় ত্রিপুরা ঐ „

জীবন রোয়াজা ঐ „

মাষ্টার ডিগ্রী

১। নির্মলেন্দু ত্রিপুরা—এম, কম

২। যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা (এম, এ দর্শন)

৩। নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এম এ ইংরেজী

৪। কৃষ্ণ ত্রিপুরা—এম, এ (সমাজ বিজ্ঞান)

৫। বীর বিক্রম রোয়াজা—এম, এ „

৬। মনিন্দ্র লাল ত্রিপুরা—এম, কম

৭। সুব্রত ত্রিপুরা—এম, এ পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন

৮। অরুনেন্দু ত্রিপুরা—এম, এ ইতিহাস

৯। মনজুলা ত্রিপুরা—এম এ সমাজ বিজ্ঞান

১০। প্রশান্ত ত্রিপুরা—এম এ (নৃঃ বিজ্ঞান-আমেরিকা)

১১। প্রশান্ত ত্রিপুরা—এম এ (সমাজ বিজ্ঞান)

১২। দিপল ত্রিপুরা—এম এ অর্থনীতি

১৪। রাখা ত্রিপুরা—এম এ ইতিহাস

গ্র্যাজুয়েট

১। বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা—বি, এ (মৃত)

২। নবীন কুমার ত্রিপুরা—বি, এ, বি, এড

৩। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা— বি, এ

৪। কৃষ্ণ মোহন „ „

৫। স্বপ্না „ „

৬। হেনা „

৭। ব্রজনাথ „ „

৮। শম্ভু কুমার „ „

৯। নীলোৎপল „ „

১০। মণেন্দ্র লাল „ „

১১। বিভূতি ভূষণ „ „

১২। সতীন্দ্র বিকাশ „ বি এস সি

১৩। স্বপন কুমার ত্রিপুরা বি এ
১৪। প্রীতি কান্তি ,, বি এ
১৫। মনিন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা (বি কম সম্মান)
১৬। অনিল কান্তি ত্রিপুরা বি এ
১৭। বিজয় মানিক মাইফালা ,,
১৮। কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ,,
১৯। সুখেন্দু বিকাশ ত্রিপুরা ,,
২০। দীনময় রোয়াজা ,,
২১। রত্নকান্তি ত্রিপুরা ,,
২২। রাখা ত্রিপুরা ,,
২৩। খগেশ্বর ত্রিপুরা ,,
২৪। সুনীতি ত্রিপুরা ,,
২৫। সুরেন্দ্র নাথ রোয়াজা
২৬। অসাই ত্রিপুরা বি, এ
২৭। নহুশ কান্তি ত্রিপুরা ,,
২৮। অনিল চন্দ্র ত্রিপুরা ,,
২৯। সূর্য্যমণি ত্রিপুরা ,,
৩০। অনুপম ত্রিপুরা ,,
৩১। প্রদীপ ত্রিপুরা ,,
৩২। কমল কৃষ্ণ ত্রিপুরা
৩৩। শক্তিপদ ত্রিপুরা (২য় বর্ষ, লোক প্রশাসন সম্মান)
৩৪। সুশীল ত্রিপুরা প্রথম বর্ষ, লোক প্রশাসন সম্মান)
৩৫। হিরেন্দ্র ত্রিপুরা (শেষ বর্ষ, রাজনীতি)
৩৬। অরুনেন্দুর ভাই
৩৭। অনন্ত ত্রিপুরা
৩৮। সূর্য্যসেন ত্রিপুরা
৩৯। হৃদয় কুমার ত্রিপুরা
৪০। পরমেশ ত্রিপুরা
৪১। অজিন্দ্র ত্রিপুরা
৪২। অনিল ত্রিপুরা
৪৩। কুঞ্জ মোহন ত্রিপুরা
৪৪। করেন্দ্র ত্রিপুরা
৪৫। বিন্দু কুমার ত্রিপুরা
৪৬। চম্পক কুমার ঐ
৪৭। ধনেশ্বর ঐ
৪৮। বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা
৪৯। শংকর রায় ত্রিপুরা
৫০। অনিল ত্রিপুরা জুরসমর
৫১। সনচিন ত্রিপুরা
৫২। সানরিপা রোয়াজা
৫৩। প্রানেশ্বর ত্রিপুরা
৫৪। যামির ত্রিপুরা
৫৫। অউ মোহন ত্রিপুরা ফরেষ্টী ১ম বর্ষ
৫৬। মন্ত বিলাস ঐ (রতন) বাংলা ২য়
৫৭। হীরেন ত্রিপুরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সম্মান)
৫৮। গোপীনাথ ঐ ইসঃ ইতিহাস ১ম
৫৯। মঞ্জুমন্যা ঐ ইংরেজী ২য় বর্ষ
৬০। শক্তিপদ ঐ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন (লোক প্রশাসন)
৬১। সুশীল জীবন ত্রিপুরা রাষ্ট্র বিজ্ঞান
৬২। চম্পক ত্রিপুরা ম্যানেজমেন্ট—১ম
৬৩। কাবেরী ত্রিপুরা

পেশাভিত্তিক শিক্ষালাভ (চাক

১। মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা, বিএ এল
২। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, এম এ এল
৩। জয় নারায়ন চাকমা, বি এ এল এল

১। যতীন্দ্র লাল তঞ্চংয়া, বি এ এল, এল বি
২। সুকৃতি জীবন চাকমা, এম এ এল এল বি

পি, সি, এস/ই, পি, সি, এস/সি, এস, পি

১। শয়চেন্দু শেখর চাকমা— ই পি সি এস
২। বিপসসী চাকমা, অডিট এণ্ড একাউন্টিং সার্ভিস
৩। বলভদ্র চাকমা (মৃত) (অবসরপ্রাপ্ত এডিশনাল এস, ডি, ও)
৪। জ্যোতির্ময় চাকমা (অধঃ ম্যাজিস্ট্রেট)
হরিপদ চাকমা (অবঃ ম্যাজিস্ট্রেট)
৬। চিত্ত রনজন চাকমা, এম এ ই পি সি এস
৭। তারাচরণ চাকমা, ঐ
৮। দেবদত্ত খীসা ঐ
৯। প্রকৃতি রনজন চাকমা, বি এ ইপিসিএস
১০। নরেন্দ্র লাল চাকমা (মৃত) ঐ
১১। অনিরুদ্ধ চাকমা (মৃত) ঐ
১২। প্রভাত কুমার চাকমা (মৃত) ঐ
১৩। সুকুমার দেওয়ান, নারকোটিক্স এণ্ড লীকার
১৪। যতীন্দ্র লাল তঞ্চংয়া, ইপিসিএস

লুসাই উপজাতি

১। থাংজাম লুসাই এম এস সি (বোটানী)
২। টুয়াংগা লুসাই বি এ

পাংখোয়া উপজাতি

১। মিঃ চানলোয়াই পাংখো, বিএ

বম উপজাতি

১। মিঃ লাল নাগ বম, বি এ

চাক উপজাতি

১। মিঃ মং মং চাক, বি এ

ত্রো/মুরং উপজাতি

১। মিঃ ক্রাইপং মুরুং, বি এ (পাশ)
২। লীলা মুরুং বিএ (অনার্স)

বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাকমা

১। সুশীল জীবন চাকমা, বি এজী (কৃষি) ইউ এস এ
২। মানিক লাল দেওয়ান, (পশুপালন) ইউ এস এ ও রাশিয়া, লণ্ডন।
৩। অমিন্দু কুমার কার্বারী (মৃত) ঐ
৪। ডাঃ চিরঞ্জীব তালুকদার (কানাডা)
৫। ডাঃ ইন্দু বিকাশ চাকমা (ইউ কে)
৬। ডাঃ অরুণ জ্যোতি চাকমা (রাশিয়া)
৭। ডাঃ স্নেহ প্রভা চাকমা (কানাডা)
৮। রামেন্দু দেওয়ান, কেমিষ্ট (ইউ কে)
৯। কুশল দেওয়ান, ফুড টেকনোলজী, অষ্ট্রেলিয়া
১০। সুচিত্র দেওয়ান, (পশুপালন) ফিলিফাইন
১১। ডাঃ সুব্রত চাকমা (চিকিৎসা বিদ্যা) ঐ
১২। ঝর্ণা চাকমা (চিকিৎসা বিদ্যা) গোল্যাণ্ড
১৩। আদিত্য দেওয়ান, (সমাজবিজ্ঞান) কানাডা
১৪। শুক্লা দেওয়ান (নার্সিং) জি ডি আর
১৫। পরিতোষ খীসা (চিকিৎসা বিদ্যা) বুলগেরিয়া
১৬। রবীন দেওয়ান, (কারিগরি) রাশিয়া
১৭। সুশীল চাকমা ঐ
১৮। সুকুমার চাকমা ঐ
১৯। সম্পদ তালুকদার ঐ
২০। পুষ্পেন্দু চাকমা ঐ
২১। যামিনী রনজন চাকমা ঐ

২২। রত্নজ্যোতি চাকমা (কারিগরী) রাশিয়া

২৩। সরুপেষ দেওয়ান ঐ

২৪। কবীর দেওয়ান ঐ

২৫। চিত্তরঞ্জন চাকমা (কারিগরি) হাঙ্গেরী ও ইউনাইটেড কিংডম।

২৬। পদ্মারঞ্জন চাকমা ঐ

২৭। মনোমোহন চাকমা (কারিগরী) রুমানিয়া

২৮। ইন্দ্ররাজ চাকমা (কারিগরি) রাশিয়া

২৯। সুভাষ চাকমা ঐ

৩০। সুসম দেওয়ান (কারিগরী) কিউবা

৩১। মুকুল চাকমা ঐ ভারত

৩২। অরুণ চাকমা (খেলাধুলা) ইন্দোনেশিয়া

বিদেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত

১ কুসুম কুমার চাকমা, ইউ কে ও পাকিস্তান

২। কীর্তি রঞ্জন চাকমা (সামরিক বিদ্যা) চীন

৩। ডঃ নিরু কুমার চাকমা (দর্শন) ইউ কে

৪। রাহুল রায় (কারিগরী) ভারত

৫। কুশল দেওয়ান (ফুড টেকনোলজী) অষ্ট্রেলিয়া

৬। ডাঃ চিরঞ্জীব তালুকদার (চিকিৎসা বিদ্যা) কানাডা

৭। ডাঃ স্নেহপ্রভা চাকমা " "

৮। ডাঃ সুব্রত চাকমা " ফিলিফাইন

৯। ডাঃ ইন্দুবিকাশ চাকমা " ইউ কে

১০। সুশীল জীবন চাকমা (কৃষিবিদ্যা) ইউএসএ

১১। মানিক লাল দেওয়ান (পশুপালন) ইউ এস এ, রাশিয়া ও ইউ কে

১২। অনিল কুমার কার্বারী (পশুপালন) ইউ কে

১৩। সুচিত্র দেওয়ান (পশুপালন) ফিলিফাইন

১৪। শরদিন্দু শেখর চাকমা; যুগ্মসচিব, ইউ কে

১৫। তারাচরণ চাকমা (সিনিয়র সহকারী সচিব) ইউ কে

১৬। সুখময় চাকমা (উন্নয়ন বোর্ড) ইউ কে

১৭। শুভ্রাংশু চাকমা " "

১৮। বীরেন্দ্র লাল চাকমা (পরিরার পরিকল্পনা), জাপান

১৯। আদিত্য দেওয়ান (অধ্যাপক—সমাজ বিজ্ঞান) কানাডা

২০। ডাঃ অরুণ জ্যোতি চাকমা (চিকিৎসা বিদ্যা) রাশিয়া

২১। তরুণ আলো খীসা (পশুপালন) পশ্চিম জার্মানী

যারা বিদেশে শিক্ষা সফরে গিয়েছেন

১। কোণ্ডিল্য কুমার চাকমা— নৌবাহিনী; সারা বিশ্বে।

২। ডাঃ অদ্ভুত কুমার দেওয়ান পঃ জার্মানী

৩। সমিত রায়—কানাডা

৪। রাজশ্রী রায়— (শিক্ষা) ইউ এস এ

৫। মৈত্রী রায়— (শিক্ষা) ইউ কে

৬। প্রভাত দেওয়ান—জাপান

৭। অরুণ জ্যোতি চাকমা—ইরান

৮। ঝর্ণা দেওয়ান (মৃত) তুরস্ক

৯। বিনয় কুমার দেওয়ান—মালয়েশিয়া; সিঙ্গাপুর; থাইল্যাণ্ড।

১০। নন্দিত রায়—নেপাল

১১। ঝর্ণা রায়—নেপাল

১২। কোকনাদাক্ষ রায়—নেপাল

১৩। আরতি রায়—পাকিস্তান

১৪। শুভাশিষ দেওয়ান—থাইল্যাণ্ড

১৫। দেবব্রত দেওয়ান—সিঙ্গাপুর।

চাকমাদের মধ্যে যারা পুলিশ সার্ভিসে ছিলেন

১। নীলচন্দ্র দেওয়ান, ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
২। বিমলাক্ষ দেওয়ান (মৃত), ডি, এস, পি
৩। ত্রিপুরা কান্ত চাকমা ঐ অবঃপ্রাপ্ত
৪। খগেন্দ্র লাল চাকমা (মৃত) ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
৫। হরিলাল চাকমা ডি, এস, পি (অবঃ প্রাপ্ত)
৬। যামিনী কুমার খীসা, এস, আই
৭। প্রভাত কুমার চাকমা ঐ
৮। নিবারন চন্দ্র দেওয়ান ঐ
৯। শম্ভুনাথ চাকমা (মৃত) ঐ
১০। রাজচন্দ্র চাকমা „ ঐ
১১। নিরুপম রায় (মৃত) ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
১২। ভগবান চন্দ্র দেওয়ান (মৃত) এস, আই
১৩। দিগম্বর চাকমা এস, আই অবসর প্রাপ্ত
১৪। মহেন্দ্র লাল চাকমা এস, আই ঐ
১৫। গোলমনি চাকমা (মৃত) এস আই ঐ
১৬। চন্দ্র মোহন দেওয়ান ঐ
১৭। শশাংক মোহন চাকমা ঐ
১৮। নগেন্দ্র লাল চাকমা, এস, আই (অবঃপ্রাপ্ত)
১৯। শশধর চাকমা এ, এস, আই ঐ
২০। কিশলয় চাকমা এস, আই
২১। রণবীর চাকমা ঐ
২২। তন্ময় রায় ঐ
২৩ প্রমীর চাকমা, এ, এস, পি
২৪। চন্দ্রমোহন চাকমা এ এস পি
২৫। প্রমাকান্তি চাকমা এ এস আই
২৬ বীরেন্দ্র লাল চাকমা ঐ

সেনাবাহিনীতে কর্মরত

১। লেঃ কঃ কীর্তি রঞ্জন চাকমা
২। মেজর মনিজ দেওয়ান
৩। মেজর পরিমল চাকমা
৪। মেজর অনুপ কুমার চাকমা
৫। মেজর তুষার কান্তি চাকমা
৬। কাপ্তেন তপন চাকমা
৭। কুসুম কুমার চাকমা বি, এ, এফ ইলেকট্রনিক্স ইনজিনীয়ার
৮। স্কোয়াড্রন লীডার দীবাকর খীসা

জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত

১। প্রিয়দর্শন দেওয়ান – তথ্য অফিসার (অঃ)
২। বীরেন্দ্র লাল তালুকদার ডি পি আর ও
৩। সুনীতি বিকাশ চাকমা এ আই ও

ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাগণ

১। উদয় অরুন চাকমা সোনালী ব্যাংক
২। প্রদ্যুৎ কুমার দেওয়ান ঐ
৩। বিপিন কিশোর চাকমা ঐ
৪। অনিল চাকমা গ্রীনলেজ ব্যাংক
৫। রাজকুমার চাকমা
৬। অর্ধেন্দু বিকাশ চাকমা
৭। জয়ন্ত কুমার দেওয়ান, সোনালী ব্যাংক
৮। সুমতি রঞ্জন তালুকদার ঐ

আনসার বিভাগে কর্মরত

১। নলিনী রঞ্জন চাকমা, ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার ও জেলা এডজুটেন্ট
২। এলিন চাকমা, জেলা এডজুটেন্ট
৩। সুদীপ্ত দেওয়ান, এসিষ্টেন্ট এডজুটেন্ট

৪। সমীরণ চাকমা, উপজেলা আনসার
ভি ডি পি অফিসার

৫। উত্তম দেওয়ান, উপজেলা আনসার
ভি ডি পি অফিসার

কৃষি বিভাগে কর্মরত

১। সমর বিজয় চাকমা, জোনাল অফিসার
উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড

২। কাজল তালুকদার, জোনাল অফিসার
উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড

৩। পরিতোষ খীসা, জোনাল অফিসার
উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড

৪। প্রকৃতি রঞ্জন খীসা জেলা ব্যবস্থাপক বিএডিসি

৫। নবদ্বীপ কুমার চাকমা ঐ ঐ

৬। বিধান কৃষ্ণ দেওয়ান (মৃত) ঐ ঐ

সমবায় বিভাগে কর্মরত

১। চুনী লাল দেওয়ান, জেলা অডিটর

২। পূর্ণেন্দু বিকাশ চাকমা ঐ (চাকুরী নাই)

৩। যতীন্দ্র লাল কার্বারী ইন্সপেক্টর

৪। কালিমোহন চাকমা ,,

৫। প্রদীপ চাকমা ,,

৬। দয়াল মোহন চাকমা ,, অবসর প্রাপ্ত

৭। গণপতি চাকমা ,,

৮। ব্রহ্মদত্ত খীসা ,,

৯। গয়াসুর চাকমা ,,

১০। হিতেন্দ্র লাল তালুকদার ,,

১১। হিরন্ময় দেওয়ান ,,

পরিবার পরিকল্পনা

১। পূর্ণাংগ খীসা, উপজেলা প, প, অফিসার

২। বীরেন্দ্র লাল চাকমা ,,

৩। সৌমেন্দ্র নারায়ন দেওয়ান
উপজেলা প, প, অ

৪। উৎপল কান্তি চাকমা ,,

৫। বৈকুণ্ঠ বিহারী চাকমা ,,

৬। উত্তম দেওয়ান ,,

৭। ক্ষিতীশ চন্দ্র চাকমা ,,

৮। সমীরণ চাকমা ,,

যুব উন্নয়ন

১। রমনী মোহন চাকমা—উপ পরিচাল

অধ্যাপক

১। দীপংকর শ্রীজ্ঞান চাকমা, ইংরেজী

২। কুমার সমীত রায়—ইতিহাস

৩। চন্দ্রিমা দেওয়ান—ইতিহাস

৪। নমিতা দেওয়ান—বাংলা

৫। অমরেন্দ্র লাল খীসা—ভূগোল

৬। বোধিসত্ত্ব চাকমা—দর্শন

৭। প্রজ্ঞাবীর চাকমা, ইংরেজী

৮। বীরেন্দ্র বিজয় চাকমা—কমার্স

৯। সুধীন কুমার চাকমা—সমাজ বিজ্ঞান

১০। হিরোহিতো চাকমা—রসায়ন

১১। বাঞ্ছিতা চাকমা—উদ্ভিদ বিদ্যা

সমাজ কল্যাণ বিভাগ

১। প্রফুল্ল কুমার চাকমা

২। আরতি চাকমা

৩। পিনাকী দেওয়ান

শিক্ষা বিভাগ

১। নীল ধ্বজ চাকমা, উপজেলা শিক্ষা পরিদ

২। রেবতী লাল চাকমা ঐ

সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট

১। সুগত চাকমা—সহকারী পরিচালক

[illegible] দেওয়ান—সহকারী পরিচালিকা

[illegible] চঃ উঃ বোঃ

[illegible] চাকমা

[illegible] চাকমা

[illegible]

[illegible] বিকাশ চাকমা

[illegible] চাকমা

[illegible] জ্যোতি চাকমা

[illegible] চাকমা

[illegible] চাকমা

[illegible] তপন চাকমা

[illegible] চাকমা

[illegible] চাকমা

[illegible] দেওয়ান (অঃ প্রাঃ)

চিকিৎসক

[illegible] অনিল কুমার চাকমা, সিভিল সার্জন (অঃপ্রাঃ)

[illegible] সুব্রত চাকমা

৩। দিবাকর খীসা

[illegible] প্রসেনজিত চাকমা

[illegible] মিসেস মনিষা চাকমা

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট

[illegible] সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা—পরিচালক

কুটীর শিল্প সংস্থা

[illegible] নির্মলেন্দু ত্রিপুরা—ডেপুটি জেনাঃ ম্যানেঃ

স্বপন কুমার ত্রিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড

হরিকুমার ত্রিপুরা—সহকারী সচিব

প্রীতিকান্তি ত্রিপুরা—প্লানিং অফিসার

৩। মুনিন্দ্র লাল ত্রিপুরা—জনসংযোগ অফিসার

৪। বীর বিক্রম রোয়াজা—সেটেলমেণ্ট „

৫। অমিয় কান্তি ত্রিপুরা ফিল্ড সুপারিনটেনডেণ্ট

খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়

১। নবীন কুমার ত্রিপুরা—প্রধান শিক্ষক

২। যতীন্দ্র ত্রিপুরা—বিজ্ঞান শিক্ষক

৩। কৃষ্ণ মোহন ত্রিপুরা

পানখাইয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

১। ব্রজনাথ রোয়াজা—প্রধান শিক্ষক

ম্যাজিষ্ট্রেট

১। নীলোৎপল ত্রিপুরা—উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট

পুলিশ বিভাগ

১। নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা—এ, এস, পি

২। বিপল ত্রিপুরা—পুলিশ সার্জেণ্ট

৩। বাঁশী মোহন ত্রিপুরা—এস, আই (মৃত)

৪। উমাচরণ ত্রিপুরা— ঐ „

৫। অলিন্দ্র ত্রিপুরা-এ, এস, আই (পদত্যাগ)

ডাক্তার

১। ডাঃ বিশ্বকীর্ত্তি ত্রিপুরা—এম, বি, বি, এস (মেডিকেল অফিসার)

প্রকৌশলী

১। কেবলেশ্বর ত্রিপুরা—উপজেলা প্রকৌশলী

২। অজয় ত্রিপুরা-সহকারী প্রকৌশলী (পাঃ চঃ উঃ বোঃ)

৩। জীবন রোয়াজা—বি, এস, সি প্রকৌশলী

শাহ উচ্চ বিদ্যালয়

১। হেনা ত্রিপুরা (বি, এ, বি, এড্)

উপজেলা চেয়ারম্যান

১। যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা

২২। রত্নজ্যোতি চাকমা (কারিগরী) রাশিয়া

২৩। সরুপের দেওয়ান ঐ

২৪। কবীর দেওয়ান ঐ

২৫। চিত্ত রঞ্জন চাকমা (কারিগরি) হাঙ্গেরী ও ইউনাইটেড কিংডম।

২৬। পদ্মারঞ্জন চাকমা ঐ

২৭। মনোমোহন চাকমা (কারিগরী) রুমানিয়া

২৮। ইন্দ্ররাজ চাকমা (কারিগরি) রাশিয়া

২৯। সুভাষ চাকমা ঐ

৩০। সুসম দেওয়ান (কারিগরী) কিউবা

৩১। মুকুল চাকমা ঐ ভারত

৩২। অরুণ চাকমা (খেলাধুলা) ইন্দোনেশিয়া

বিদেশে ট্রেনিংপ্রাপ্ত

১ কুসুম কুমার চাকমা, ইউ কে ও পাকিস্তান

২। কীর্তি রঞ্জন চাকমা (সামরিক বিদ্যা) চীন

৩। ডঃ নিরু কুমার চাকমা (দর্শন) ইউ কে

৪। রাহুল রায় (কারিগরী) ভারত

৫। কুশল দেওয়ান (ফুড টেকনোলজী) অষ্ট্রেলিয়া

৬। ডাঃ চিরঞ্জীব তালুকদার (চিকিৎসা বিদ্যা) কানাডা

৭। ডাঃ স্নেহপ্রভা চাকমা " "

৮। ডাঃ সুব্রত চাকমা " ফিলিফাইন

৯। ডাঃ ইন্দুবিকাশ চাকমা " ইউ কে

১০। সুশীল জীবন চাকমা (কৃষিবিদ্যা) ইউএসএ

১১। মানিক লাল দেওয়ান (পশুপালন) ইউ এস এ, রাশিয়া ও ইউ কে

১২। অনিল কুমার কার্বারী (পশুপালন) ইউ কে

১৩। সুচিত্র দেওয়ান (পশুপালন) ফিলিফাইন

১৪। শরদিন্দু শেখর চাকমা; যুগ্মসচিব, ইউ কে

১৫। তারাচরণ চাকমা (সিনিয়র সহকারী সচিব ইউ কে

১৬। সুখময় চাকমা (উন্নয়ন বোর্ড) ইউ কে.

১৭। শুভ্রাংশু চাকমা " "

১৮। বীরেন্দ্র লাল চাকমা (পরিবার পরিকল্পনা জাপান

১৯। আদিত্য দেওয়ান (অধ্যাপক—সমাজ বিজ্ঞান) কানাডা

২০। ডাঃ অরুণ জ্যোতি চাকমা (চিকিৎসা বিদ্যা) রাশিয়া

২১। তরুণ আলো খীসা (পশুপালন) পশ্চিম জার্মানী

যারা বিদেশে শিক্ষা সফরে গিয়েছেন

১। কৌণ্ডিল্য কুমার চাকমা— নৌবাহিনী; সারা বিশ্বে।

২। ডাঃ অদ্ভুত কুমার দেওয়ান পঃ জার্মানী

৩। সমিত রায়—কানাডা

৪। রাজশ্রী রায়— (শিক্ষা) ইউ এস এ

৫। মৈত্রী রায়— (শিক্ষা) ইউ কে

৬। প্রভাত দেওয়ান—জাপান

৭। অরুণ জ্যোতি চাকমা—ইরান

৮। স্বর্ণা দেওয়ান (মৃত) তুরস্ক

৯। বিনয় কুমার দেওয়ান—মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর থাইল্যাণ্ড

১০। নন্দিত রায়—নেপাল

১১। স্বর্ণা রায়—নেপাল

১২। কোকনাদাক্ষ রায়—নেপাল

১৩। আরতি রায়—পাকিস্তান

১৪। শুভাশিষ দেওয়ান—থাইল্যাণ্ড

১৫। দেবব্রত দেওয়ান—সিঙ্গাপুর।

চাকমাদের মধ্যে যারা পুলিশ সার্ভিসে ছিলেন

১। নীলচন্দ্র দেওয়ান, ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
২। বিমলাশ দেওয়ান (মৃত), ডি, এস, পি
৩। ত্রিপুরা কান্ত চাকমা ঐ অবঃপ্রাপ্ত
৪। খগেন্দ্র লাল চাকমা (মৃত) ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
৫। হরিলাল চাকমা ডি, এস, পি (অবঃ প্রাপ্ত)
৬। যামিনী কুমার খীসা, এস, আই
৭। প্রভাত কুমার চাকমা ঐ
৮। নিবারন চন্দ্র দেওয়ান ঐ
৯। শম্ভুনাথ চাকমা (মৃত) ঐ
১০। রাজচন্দ্র চাকমা „ ঐ
১১। নিরুপম রায় (মৃত) ইন্সপেক্টর অব পুলিশ
১২। ভগবান চন্দ্র দেওয়ান (মৃত) এস, আই
১৩। দিগম্বর চাকমা এস, আই অবসর প্রাপ্ত
১৪। মহেন্দ্র লাল চাকমা এস, আই ঐ
১৫। গোলমনি চাকমা (মৃত) এস আই ঐ
১৬। চন্দ্র মোহন দেওয়ান ঐ
১৭। শশাংক মোহন চাকমা ঐ
১৮। নগেন্দ্র লাল চাকমা, এস, আই (অবঃপ্রাপ্ত)
১৯। শশধর চাকমা এ, এস, আই ঐ
২০। কিশলয় চাকমা এস, আই
২১। রণবীর চাকমা ঐ
২২। তন্ময় রায় ঐ
২৩। প্রমীর চাকমা, এ, এস, পি
২৪। চন্দ্র মোহন চাকমা এ এস পি
২৫। প্রমাকান্তি চাকমা এ এস আই
২৬। ধীরেন্দ্র লাল চাকমা ঐ

সেনাবাহিনীতে কর্মরত

১। লেঃ কঃ কীর্তি রঞ্জন চাকমা
২। মেজর মনিজ দেওয়ান
৩। মেজর পরিমল চাকমা
৪। মেজর অনুপ কুমার চাকমা
৫। মেজর তুষার কান্তি চাকমা
৬। কাপ্তেন তপন চাকমা
৭। কুসুম কুমার চাকমা বি, এ, এফ ইলেকট্রনিক্স ইনজিনীয়ার
৮। স্কোয়াড্রন লীডার দীবাকর খীসা

জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত

১। প্রিয়দর্শন দেওয়ান – তথ্য অফিসার (অঃ)
২। বীরেন্দ্র লাল তালুকদার ডি পি আর ও
৩। সুনীতি বিকাশ চাকমা এ আই ও

ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তাগণ

১। উদয় অরুন চাকমা সোনালী ব্যাংক
২। প্রদ্যুৎ কুমার দেওয়ান ঐ
৩। বিপিন কিশোর চাকমা ঐ
৪। অনিল চাকমা গ্রীনলেজ ব্যাংক
৫। রাজকুমার চাকমা
৬। অর্ধেন্দু বিকাশ চাকমা
৭। জয়ন্ত কুমার দেওয়ান, সোনালী ব্যাংক
৮। সুমতি রঞ্জন তালুকদার ঐ

আনসার বিভাগে কর্মরত

১। নলিনী রঞ্জন চাকমা, ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার ও জেলা এডজুটেন্ট
২। এলিন চাকমা, জেলা এডজুটেন্ট
৩। সুদীপ্ত দেওয়ান, এসিষ্টেন্ট এডজুটেন্ট

১৩। স্বপন কুমার ত্রিপুরা বি এ
১৪। প্রীতি কান্তি ,, বি এ
১৫। মনিন্দ্র কিশোর ত্রিপুরা (বি কম সম্মান)
১৬। অনিল কান্তি ত্রিপুরা বি এ
১৭। বিজয় মানিক মাইফালা ,,
১৮। কৃষ্ণেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ,,
১৯। সুখেন্দু বিকাশ ত্রিপুরা ,,
২০। দীনময় রোয়াজা ,,
২১। রত্নকান্তি ত্রিপুরা ,,
২২। রাখা ত্রিপুরা ,,
২৩। খগেশ্বর ত্রিপুরা ,,
২৪। সুনীতি ত্রিপুরা ,,
২৫। সুরেন্দ্র নাথ রোয়াজা
২৬। অসাই ত্রিপুরা বি, এ
২৭। নহুশ কান্তি ত্রিপুরা ,,
২৮। অনিল চন্দ্র ত্রিপুরা ,,
২৯। সূর্য্যমণি ত্রিপুরা ,,
৩০। অনুপম ত্রিপুরা ,,
৩১। প্রদীপ ত্রিপুরা ,,
৩২। কমল কৃষ্ণ ত্রিপুরা
৩৩। শক্তিপদ ত্রিপুরা (২য় বর্ষ, লোক প্রশাসন সম্মান)
৩৪। সুশীল ত্রিপুরা প্রথম বর্ষ, লোক প্রশাসন সম্মান)
৩৫। হিরেন্দ্র ত্রিপুরা (শেষ বর্ষ, রাজনীতি)
৩৬। অরুনেন্দুর ভাই
৩৭। অনন্ত ত্রিপুরা
৩৮। সূর্য্যসেন ত্রিপুরা
৩৯। হৃদয় কুমার ত্রিপুরা
৪০। পরমেশ ত্রিপুরা
৪১। অজিন্দ্র ত্রিপুরা
৪২। অনিল ত্রিপুরা
৪৩। কুঞ্জ মোহন ত্রিপুরা
৪৪। করেন্দ্র ত্রিপুরা
৪৫। বিন্দু কুমার ত্রিপুরা
৪৬। চম্পক কুমার ঐ
৪৭। খনেশ্বর ঐ
৪৮। বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা
৪৯। শংকর রায় ত্রিপুরা
৫০। অনিল ত্রিপুরা জুরসমর
৫১। সনচিন ত্রিপুরা
৫২। সানরিপা রোয়াজা
৫৩। প্রানেশ্বর ত্রিপুরা
৫৪। যামির ত্রিপুরা
৫৫। অউ মোহন ত্রিপুরা ফরেষ্টী ১ম বর্ষ
৫৬। মন্ত্র বিলাস ঐ (রতন) বাংলা ২য়
৫৭। হীরেন ত্রিপুরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সম্মান)
৫৮। গোপীনাথ ঐ ইসঃ ইতিহাস ১ম
৫৯। মঞ্জুমন্যা ঐ ইংরেজী ২য় বর্ষ
৬০। শক্তিপদ ঐ পাবলিক এডমিনিস্ট্রে (লোক প্রশাস
৬১। সুশীল জীবন ত্রিপুরা রাষ্ট্র বিজ্ঞান
৬২। চম্পক ত্রিপুরা ম্যানেজমেন্ট—১ম
৬৩। কাবেরী ত্রিপুরা

পেশাভিত্তিক শিক্ষালাভ (চাক

১। মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মা, বিএ এল
২। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, এম এ এল
৩। জয় নারায়ন চাকমা, বি এ এল এল

৪। যতীন্দ্র লাল তঞ্চংয়া, বি এ এল, এল বি
৫। সুকৃতি জীবন চাকমা, এম এ এল এল বি

বি, সি, এস/ই, পি, সি, এস/সি, এস, পি

১। শয়দেন্দু শেখর চাকমা— ই পি সি এস
২। বিপসসী চাকমা, অডিট এণ্ড একাউন্টিং সার্ভিস
৩। বলভদ্র চাকমা (মৃত) (অবসরপ্রাপ্ত এডিশনাল এস, ডি, ও)
৪। জ্যোতির্ময় চাকমা (অবঃ ম্যাজিষ্ট্রেট)
৫। হরিপদ চাকমা (অবঃ ম্যাজিষ্ট্রেট)
৬। চিত্ত রনজন চাকমা, এম এ ই পি সি এস.
৭। তারাচরণ চাকমা, ঐ
৮। দেবদত্ত খীসা ঐ
৯। প্রকৃতি রনজন চাকমা, বি এ ইপিসিএস
১০। নরেন্দ্র লাল চাকমা (মৃত) ঐ
১১। অনিরুদ্ধ চাকমা (মৃত) ঐ
১২। প্রভাত কুমার চাকমা (মৃত) ঐ
১৩। সুকুমার দেওয়ান, নারকোটিক্স এণ্ড লীকার
১৪। যতীন্দ্র লাল তঞ্চংয়া, ইপিসিএস

লুসাই উপজাতি

১। থাংজাম লুসাই এম এস সি (বোটানী)
২। টুয়াংগা লুসাই বি এ

পাংখোয়া উপজাতি

১। মিঃ চানলোয়াই পাংখো, বিএ

বম উপজাতি

১। মিঃ লাল নাগ বম, বি এ

চাক উপজাতি

১। মিঃ মং মং চাক, বি এ

ত্রো/মুরং উপজাতি

১। মিঃ ক্রাইপং মুরুং, বি এ (পাস)
২। লীলা মুরুং বিএ (অনার্স)

বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাকমা

১। সুশীল জীবন চাকমা, বি এজী (কৃষি) ইউ এস এ
২। মানিক লাল দেওয়ান, (পশুপালন) ইউ এস এ ও রাশিয়া, লণ্ডন।
৩। অমিন্দু কুমার কার্বারী (মৃত) ঐ
৪। ডাঃ চিরঞ্জীব তালুকদার (কানাডা)
৫। ডাঃ ইন্দু বিকাশ চাকমা (ইউ কে)
৬। ডাঃ অরুণ জ্যোতি চাকমা (রাশিয়া)
৭। ডাঃ স্নেহ প্রভা চাকমা (কানাডা)
৮। রামেন্দু দেওয়ান, কেমিষ্ট (ইউ কে)
৯। কুশল দেওয়ান, ফুড টেকনোলজী, অষ্ট্রেলিয়া
১০। সুচিত্র দেওয়ান, (পশুপালন) ফিলিফাইন
১১। ডাঃ সুব্রত চাকমা (চিকিৎসা বিদ্যা) ঐ
১২। ঝর্ণা চাকমা (চিকিৎসা বিদ্যা) পোল্যাণ্ড
১৩। আদিত্য দেওয়ান, (সমাজবিজ্ঞান)কানাডা
১৪। শুক্লা দেওয়ান (নার্সিং) জি ডি আর
১৫। পরিতোষ খীসা (চিকিৎসা বিদ্যা) বুলগেরিয়া
১৬। রবীন দেওয়ান, (কারিগরি) রাশিয়া
১৭। সুশীল চাকমা ঐ
১৮। সুকুমার চাকমা ঐ
১৯। সম্পদ তালুকদার ঐ
২০। পুষ্পেন্দু চাকমা ঐ
২১। যামিনী রনজন চাকমা ঐ

১১। মেনি প্রু—এম' বি, বি, এস (ছাত্র)

১২। মংসুয়েহ্লা প্রুর ছেলে

১৩। চাথোয়াই রোয়াজার মেয়ে

১৪। মং চাথোয়াই এম, বি, বি, এস, ৪র্থ বর্ষ

১৬। অং প্রু মং এম, বি, বি, এস,

প্রকৌশলী

১। উথামং (বাজালিয়া)

২। অংক্যথোয়াই (যান্ত্রিক) আমেরিকা

৩। হানমং মাইনিং

৪। মংগ্য

৫। মংথানহান (আর্কিটেক্ট)

৬। খিলিমং (সিভিল)

৭। উবাপ্রু (যান্ত্রিক)

৮। মং (চন্দ্রঘোনা)

৯। কাসচিং (সিভিল ছাত্র)

১০। মং টিংনু (বিদ্যুৎ)

১১। ক্যহ্লাখেইন (সিভিল)

১২। মনুচিং (চাইহ্লাপ্রু বাবুর ছেলে)

১৩। গরাঅং

১৪। ক্যাসাচিং (থেঁয়াই মাজাই এর ভাই)

১৫। (মেজর মং কিউর ছেলে)

১৬। ক্যহ্লা সুয়েহ্লাপ্রুর শালা (উচিং বাবুর ছেলে)

১৭। কেসসিং মারমা (সিভিল)

১৮। ক্যহ্লাছনী ইনজিনীয়ার

১৯। লোয়াইচাপ্রু (রুভেল)

কৃষি ইনজিনীয়ারিং

১। উচাপ্রু

২। অংচল্হা

৩। অংচিংচিং

৪। থেঁয়াই সাজাই

এম, এ

১। মং চানু—অর্থনীতি

২। চম্রামং—রাষ্ট্রনীতি

৩। ম্যামিচি লিলি—সাংবাদিকতা

৪। মং মং—এম, কম

৫। মং সুয়ে প্রু—,,

৬। মং চাথোয়াই—এম, এস, সি

৭। পাইনু প্রু—সমাজ বিজ্ঞান

৮। গম চিং— ,,

৯। মংচিনু— ,,

১০। চিংখ্য রোয়াজা—রাষ্ট্র বিজ্ঞান

১১। চায়াংপ্রু—ইংরেজী

১২। উচহ্লা—এম, এ, এল, এল, বি

গ্রাজুয়েট

১। উহ্লা প্রু—বি, এস, সি

২। মং সুয়েহ্লা প্রু—বি, এ,

৩। মা ইহ্লাপ্রু বাবুর ছেলে—বি, এ,

৪। মং কিউ— বি, এ

৫। উগ্যাঙ্গাই— ,,

৬। সা, অং, প্রু— ,,

৭। চাই হ্লাপ্রু— ,,

৮। রেয়াচাই ,,

৯। পাইহ্লাপ্রু— ,,

১০। চাবাই— ,,

১১। উম্নফ্রু— বি, এ (মংছিনুর স্ত্রী)

১২। জিনি অং— ,,

১৩। মেনু ফ্রু— ,,

অমরেন্দ্র রোয়াজা

ম্রা সাং উ (চাহলাপ্রু বাবুর মেয়ে)

মাহাই

মংক্যজ

মং কিউ

মংগ্রী মগ—বি, কম

পাইসুফ্রু (বোমাং চিপের মেয়ে)

মং সুইপ্রু চৌধুরী—বি, এড

মং শৈয়ে প্রু

এথ্যাই প্রু (ইলো)

ত্রিপুরা উপজাতি

ডাক্তার

বিশ্বকীর্তি ত্রিপুরা—এম, বি, বি, এস

হেমন্ত ত্রিপুরা—	ঐ	ছাত্রী
রাজেন্দ্র ত্রিপুরা—	ঐ	„
গীতা ত্রিপুরা—	ঐ	„
লোপা ত্রিপুরা		„
বেবী ত্রিপুরা		„
মিতালী ত্রিপুরা		„
চানাইপ্রু		„
মনজু দেব বর্মন		„
লক্ষীধন ত্রিপুরা		ছাত্র
শ্যামলা ত্রিপুরা		
সঞ্জীব ত্রিপুরা		

প্রকৌশলী

কুবলেশ্বর ত্রিপুরা, বি, এস, সি, ইনজিঃ		(সিভিল)
অজয় ত্রিপুরা	ঐ	„
জীবন রোয়াজা	ঐ	„

মাষ্টার ডিগ্রী

১। নির্মলেন্দু ত্রিপুরা—এম, কম

২। যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা (এম, এ দর্শন)

৩। নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা এম এ ইংরেজী

৪। কৃষ্ণ ত্রিপুরা—এম, এ (সমাজ বিজ্ঞান)

৫। বীর বিক্রম রোয়াজা—এম, এ „

৬। মনিন্দ্র লাল ত্রিপুরা—এম, কম

৭। সুব্রত ত্রিপুরা—এম, এ পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন

৮। অরুনেন্দু ত্রিপুরা—এম, এ ইতিহাস

৯। মনজুলা ত্রিপুরা—এম এ সমাজ বিজ্ঞান

১০। প্রশান্ত ত্রিপুরা—এম এ (নৃঃ বিজ্ঞান-আমেরিকা)

১১। প্রশান্ত ত্রিপুরা—এম এ (সমাজ বিজ্ঞান)

১২। দিপল ত্রিপুরা—এম এ অর্থনীতি

১৪। রাখা ত্রিপুরা—এম এ ইতিহাস

গ্র্যাজুয়েট

১। বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা—বি, এ (মৃত)		
২। নবীন কুমার ত্রিপুরা—বি, এ, বি, এড		
৩। সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা—	বি, এ	
৪। কৃষ্ণ মোহন	„	„
৫। স্বপ্না	„	„
৬। হেনা	„	
৭। ব্রজনাথ	„	„
৮। শম্ভু কুমার	„	„
৯। নীলোৎপল	„	„
১০। মগেন্দ্র লাল	„	„
১১। বিভূতি ভূষণ	„	„
১২। সতীন্দ্র বিকাশ	„	বি এস সি

১২৩। দেবাশীষ রায়
১২৪। উমেশ রায়
১২৫। উমেশ রায়ের ভাই
১২৬। নিত্যময় চাকমা
১২৭। বিপাশা দেওয়ান
১২৮। শিখা তালুকদার
১২৯। ফুলেশ্বর চাকমা
১৩০। কিরীতি রায়
১৩১। আশীষ তালুকদার
১৩২। স্নেহকুমার চাকমা (বিরলাল)
১৩৩। রনবীর চাকমা
১৩৪। সুনীতা চাকমা (জুলু)
১৩৫। রনজিত কুমার চাকমা
১৩৬। শ্যামল কান্তি চাকমা
১৩৭। রমা রাণী চাকমা
১৩৮। প্রদীপ তালুকদার
১৩৯। রনতু দেওয়ান
১৪০। রাজকুমার চাকমা
১৪১। সৌরেন্দ্রিয় চাকমা
১৪২। বিবেকানন্দ চাকমা
১৪৩। যতীন্দ্র বিহারী চাকমা
১৪৪। ঘনশ্যাম দেওয়ান
১৪৫। পদ্ম রঞ্জন চাকমা
১৪৬। শান্তিপ্রিয় চাকমা
১৪৭। অমল বিকাশ চাকমা
১৪৮। তরুণ বিকাশ চাকমা
১৪৯। রনজন কুমার চাকমা
১৫০। কুন্দ কিশোর চাকমা
১৫১। সাধন চন্দ্র চাকমা
১৫২। তাপসী চাকমা
১৫৩। ভানুমতি চাকমা
১৫৪। আশুতোষ চাকমা
১৫৫। অজিত বরণ চাকমা
১৫৬। চিরজ্যোতি চাকমা
১৫৭। প্রভাত চাকমা
১৫৮। মতিলাল চাকমা (অর্থনীতি সম্মান)
১৫৯। শ্যামল কুমার চাকমা (অর্থনীতি)
১৬০। প্রিয়জ্যোতি খীসা (অর্থনীতি সম্মান)
১৬১। বিনয়কৃষ্ণ খীসা (অর্থনীতি সম্মান)
১৬২। অরিন্দম চাকমা (ইংরেজী সম্মান)
১৬৩। মিহির কিরণ চাকমা (ইংরেজী সম্মান)
১৬৪। শান্তিময় চাকমা (ইংরেজী সম্মান)
১৬৫। দেবপ্রসাদ দেওয়ান
১৬৬। মংগল কুমার চাকমা
১৬৭। প্রিয়দর্শী খীসা
১৬৮। দুলাল কান্তি চাকমা
১৬৯। কালি রনজন চাকমা
১৭০। রনজিত কুমার চাকমা
১৭১। সমীর চাকমা (বি, এ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
১৭২। অমিত রায়
১৭৩। শ্যামল কান্তি চাকমা
১৭৪। সুশোভন খীসা (সম্মান)
১৭৫। রমনী চাকমা
১৭৬। প্রদীপ চাকমা
১৭৭। বিথী তঞ্চংয়া
১৭৮। স্নিগ্ধা তঞ্চংয়া
১৮৯। তঞ্চংয়া
১৮০। প্রমিতা তালুকদার।

বি, কম—২১ জন

১। জিতেন্দ্রিয় চাকমা
২। ধর্মদর্শী চাকমা
৩। অর্ধেন্দু চাকমা
৪। বৈকুণ্ঠ চাকমা
৫। চন্দ্রদুলাল দেওয়ান
৬। জগৎজ্যোতি চাকমা
৭। শাকোন্দু চাকমা
৮। নীলধ্বজ চাকমা
৯। অনিল কুমার চাকমা
১০। পিযুষ কান্তি চাকমা
১১। প্রমোদেন্দু বিকাশ চাকমা
১২। বিক্রম রায়
১৩। উদয় অরুণ চাকমা
১৪। ফুলেশ্বর চাকমা
১৫। জ্যোতির্ময় চাকমা
১৬। প্রদ্যুৎ কুমার দেওয়ান
১৭। সুভাশীষ দেওয়ান
১৮। অনিল খীসা
১৯। ছন্দক লাল দেওয়ান (মৃত)
২০। অমিত চাকমা (বি, কম)
২১। মিচিকো চাকমা

বি, এস, সি—২০ জন

১। কীর্তিশ চন্দ্র চাকমা
২। অনিল কুমার চাকমা
৩। লক্ষী কুমার চাকমা
৪। সনজয় চাকমা
৫। জ্ঞানময় চাকমা
৬। চিরঞ্জীব রায়
৭। উত্তম দেওয়ান
৮। কুশল দেওয়ান
৯। সুভাষ চাকমা
১০। পূর্ণেন্দু চাকমা
১১। বিনয় চাকমা
১২। জগদীশ চাকমা
১৩। সুকৃতি চাকমা
১৪। দিব্যেন্দু চাকমা
১৫। সন্তোষ বিকাশ চাকমা
১৬। স্নেহময় চাকমা
১৭। শান্তিময় চাকমা
১৮। মৃনাল কান্তি চাকমা
১৯। সুপ্রভা চাকমা
২০। উতংগমনি চাকমা (ভারতে)

'মারমা উপজাতি'

ডাক্তার

১। নেলী চৌধুরী— এম, বি, বি, এস
২। মং তেজ ঐ
৩। মেন্ত প্রু ঐ
৪। মং চাথোঁয়াই ঐ
৫। মংসুরেহ্লা মং ঐ রাশিয়া
৬। উ চ সুয়ে ঐ লণ্ডন
৭। পুচনু ঐ
৮। মংসুয়েহ্লার পুত্র ঐ
৯। বামং প্রু ঐ কক্সবাজার উচিং বাবুর মেয়ে
১০। মুসুয়ে প্রু ঐ ছাত্র

৫। কৃষ্ণ কিশোর চাকমা মৃত
৬। রাজা নলিনাক্ষ রায় „
৭। ভুবন চন্দ্র চাকমা „
৮। নিরোধ বরণ দেওয়ান „
৯। হেমন্ত প্রসাদ তালুকদার „
১০। নরেন্দ্র লাল চাকমা „
১১। হরিপদ চাকমা
১২। জ্যোতির্ম্ময় চাকমা
১৩। বিপুলেশ্বর দেওয়ান
১৪। অশোক কুমার দেওয়ান
১৫। বভ্রুবাহন চাকমা
১৬। রাজেন্দ্র লাল চাকমা
১৭। গোপাল কৃষ্ণ চাকমা
১৮। সুরকৃষ্ণ চাকমা
১৯। সুমতি রঞ্জন চাকমা
২০। স্নেহ কুমার চাকমা
২১। কালেন্দ্র চাকমা
২২। সুশীল জীবন চাকমা
২৩। সুভাষ চাকমা (বিনোদ বিহারীর ভাই)
২৪। সুভাষ চাকমা (বন্দুক ভাংগা)
২৫। জ্যোতির্ম্ময় চাকমা
২৬। হেমন্ত চাকমা
২৭। রঞ্জন বিকাশ চাকমা
২৮। সুনীতি চাকমা
২৯। পূর্ণ চন্দ্র চাকমা
৩০। সুভাষ চাকমা (মাইসছড়ি)
৩১। গোপেন্দ্র চন্দ্র চাকমা
৩২। রতনমনি চাকমা
৩৩। মৃণাল কান্তি তালুকদার
৩৪। পূর্ণ চন্দ্র চাকমা
৩৫। কিশলয় চাকমা
৩৬। সমীরন চাকমা
৩৭। শম্ভু কুমার চাকমা
৩৮। হিমাংশু খীসা
৩৯। জ্ঞান দত্ত খীসা
৪০। বিপিন কিশোর চাকমা
৪১। অনিরুদ্ধ চাকমা
৪২। সুপ্রিয় তালুকদার
৪৩। দীপংকর তালুকদার
৪৪। দীপংকর সীধামাই
৪৫। চারু বিকাশ চাকমা
৪৬। শান্তিময় দেওয়ান
৪৭। শান্তি বিকাশ চাকমা
৪৮। সুকুমার দেওয়ান
৪৯। প্রভাত কুমার দেওয়ান
৫০। ললিত কুমার তালুকদার
৫১। সজিত কুমার চাকমা
৫২। জাপানী রঞ্জন চাকমা
৫৩। বিচিত্র বিজয় দেওয়ান
৫৪। রেবতী লাল চাকমা
৫৫। ইন্দ্র লাল চাকমা
৫৬। বিজয় কুমার চাকমা
৫৭। পারিজাত কুসুম চাকমা
৫৮। হরিশ চন্দ্র চাকমা
৫৯। উদয় শংকর চাকমা
৬০। পরিমল চাকমা
৬১। বিমল চাকমা
৬২। সৌমেন্দু নারায়ন দেওয়ান

৬৩। শান্তি চাকমা
৬৪। উত্তম দেওয়ান
৬৫। অনিমেশ দেওয়ান
৬৬। উষাতন তালুকদার (বি, এ, সম্মান)
৬৭। আশেন্দু চাকমা
৬৮। কালি মোহন চাকমা
৬৯। একাম চন্দ্র চাকমা
৭০। আস্তিক মনি চাকমা
৭১। রঞ্জন মনি চাকমা
৭২। শুধাংশু বিকাশ চাকমা
৭৩। অনন্ত বিহারী চাকমা
৭৪। অশোক মিত্র কার্বারী
৭৫। অর্পনাচরন চাকমা
৭৬ মামবেন্দু নারায়ন লার্মা
৭৭। পূর্ণ কুমার চাকমা (মৃত)
৭৮। প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা
৭৯। প্রীতি কুমার চাকমা
৮০। দয়াল হরি চাকমা
৮১। গৌতম চাকমা
৮২। সুবিনয় চাকমা
৮৩। গৌতম দেওয়ান
৮৪। নীল রঞ্জন চাকমা/জ্ঞান রঞ্জন চাকমা
৮৫। উৎপল কান্তি চাকমা
৮৬ নিকুনজ বিহারী চাকমা
৮৭। রামকৃষ্ণ চাকমা
৮৮। সুরেশ কান্তি চাকমা
৮৯। সত্যব্রত চাকমা
৯০। নির্মল কান্তি চাকমা
৯১। ব্রহ্মদত্ত খীসা
৯২। অরে জ্যোতি চাকমা
৯৩। ফুলদা রঞ্জন চাকমা
৯৪। বিক্রম চাকমা
৯৫। সামন্ত চাকমা
৯৬। কান্তি চাকমা
৯৭। দেব প্রসাদ দেওয়ান
৯৮। অমরেন্দ্র চাকমা
৯৯। অনাদি চাকমা
১০০। সুরেশ চাকমা
১০১। সুদত্ত চাকমা
১০২। তন্ময় রায়
১০৩। নিতিশ দেওয়ান
১০৪। সুশান্ত চাকমা
১০৫। চাঁদ রায়
১০৬। বাবুল চাকমা
১০৭। ঋর্ণা চাকমা (রায়)
১০৮। বাবুল চাকমার ভাই
১০৯ এঞ্জেলা দেওয়ান
১১০। সবিতা দেওয়ান
১১১। পিসু দেওয়ান
১১২। সাহানা দেওয়ান
১১৩। নিরুপা দেওয়ান
১১৪। মনজুলিকা চাকমা
১১৫। অনজুলিকা চাকমা
১১৬। লতিকা তালুকদার
১১৭। পদ্মা তালুকদার
১১৮। রেখা চাকমা
১১৯। অনিতা চাকমা
১২০। কল্পনা চাকমা
১২১। পুরবী দেওয়ান
১২২। ইলা তালুকদার

১৯। সিরকিত চাকমা

২০। অমল বিকাশ চাকমা

২১। রুপম দেওয়ান

২২। শুভ্রা চাকমা

২৩। ধর্ম জ্যোতি চাকমা

২৪। অনুভা চাকমা

২৫। মৈত্রী দেওয়ান

২৬। নিভারানী চাকমা

২৭। স্নিগ্ধা চাকমা

২৮। (ডেঙা) খীসা

২৯। বিথীকা চাকমা

৩০। রোহিনী বিকাশ চাকমা

এম, এ, অর্থনীতি—১২জন

১। দেবদত্ত খীসা

২। সুখময় চাকমা

৩। দয়াল চাকমা

৪। জনলাল চাকমা

৫। সুশোভন দেওয়ান

৬। প্রিয় জ্যোতি খীসা

৭। মংগল কুমার চাকমা

৮। সুদত্ত চাকমা

৯। মৈত্রী প্রসাদ খীসা (সম্মান) এম, এ

১০। মিলন কান্তি তঞ্চংয়া

১১। মধু মঙ্গল চাকমা

১২। সুব্রত চাকমা

এম, এ, সাংবাদিকতা—৩জন

১। জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা

২। মতিলাল চাকমা

৩। বিনয় কৃষ্ণ খীসা

এম, এ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান—৩জন

১। চিৎময় চাকমা

২। অরুন কুমার দেওয়ান

৩। ব্রজেন্দু শেখর চাকমা

এম, এ, পালি—২জন

১। নূতন বিহারী চাকমা

২। শ্রদ্ধালংকার ভিক্ষু

এম, এস, সি. ভূগোল—৫জন

১। অমরেন্দ্র লাল খীসা

২। সুসময় চাকমা

৩। তপন কুমার চাকমা

৪। সীমা দেওয়ান

৫। সমীর চাকমা (বি, এ, অনার্স)

এম, এস, সি, বোটানী—২জন

১। সুদিব্য চাকমা

২। বাঞ্ছিতা চাকমা

এম, এস, সি, রসায়ন- ৩ জন

১। রানেন্দু শেখর দেওয়ান

২। হিরোহিতো চাকমা

৩। অশোক কুমার চাকমা

এম, এস: সি: পদার্থ বিদ্যা —১ জন

১। সুগত চাকমা

এম কম কমার্স—১ জন

১। মধুসূধন চাকমা

এম কম ম্যানেজম্যান্ট—৮ জন

১। বিনয় শংকর চাকমা

২। প্রদানেন্দু চাকমা

৩। সমীরন চাকমা

৪। মৈত্রী জীবন খীসা
৫। মিচিকো চাকমা
৬। বীরেন্দ্র বিজয় চাকমা
৭। অমিত চাকমা
৮। সমীরন দেওয়ান

এম এ এল এল বি—২ জন

১। সুকৃতি রঞ্জন চাকমা
২। দীপেন দেওয়ান

এম এ পাশ— ৪জন

১। শ্রীলা তালুকদার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)
২। অনুকনা চাকমা
৩। হাসি দেওয়ান
৪। মৈত্রী দেওয়ান (শৈলেন্দ্র দেওয়ানের মেয়ে)

এম, এস, সি, (ষ্টেটেটিক্স)

১। শৈলেশ্বর চাকমা

বার এট-ল

১। চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়
২। সত্যেন্দু চাকমা বাংলা
৩। রমনী চাকমা-ইংরেজী
৪। সমীরণ দেওয়ান-এম, কম
৫। রীনা চাকমা-সমাজ বিজ্ঞান
৬। বিথীকা চাকমা- ঐ
৭। অমল বিকাশ চাকমা-সমাজ বিজ্ঞান
৮। গীতা দেওয়ান- ঐ
৯। দয়াল চাকমা-অর্থনীতি
১০। অরুন কুমার চাকমা-রাষ্ট্র বিজ্ঞান
১১। সুরেশ কান্তি চাকমা-ইসলামিক ইতিহাস
১২। শান্তশীল চাকমা-ইতিহাস
১৩। বীরেন্দ্র বিজয় চাকমা-এম কম
১৪। সুকৃতি রঞ্জন চাকমা-এম এ এল এল বি

সর্বমোট

১।	এম এ বাংলা—	৮ জন
২।	এম এ ইংরেজী—	৯ জন
৩।	এম এ ইতিহাস—	২৩ জন
৪।	সমাজ বিজ্ঞান—	২৭ জন
৫।	এম এ অর্থনীতি—	৮ জন
৬।	„ সাংবাদিকতা—	১ জন
৭।	রাষ্ট্র বিজ্ঞান—	৩ জন
৮।	পালি—	২ জন
৯।	ভুগোল—	৪ জন
১০।	বোটানী—	২ জন
১১।	রসায়ন—	৩ জন
১২।	পদার্থ বিদ্যা—	১ জন
১৩।	এম কম—	১ জন
১৪।	ম্যানেজমেন্ট—	৭ জন
১৫।	এল এল বি—	১ জন
১৬।	এম এ পাশ—	৩ জন
	মোট—	১০৩ জন

তঞ্চঙ্গ্যা

এম এ ইতিহাস-১জন (১) জ্ঞান রঞ্জন তঞ্চংয়া
এম এস সি রসায়ন (১) বিধুভূষণ তঞ্চংয়া

(শেষ বর্ষ)

নীলধন তঞ্চংয়া গণিত— ২য় বর্ষ
স্নিগ্ধা তঞ্চংয়া ইতিহাস— প্রথম বর্ষ

বি, এ,—১৮১ জন

১। বলভদ্র তালুকদার (মৃত)
২। পূর্ণ কুমার দেওয়ান „
৩। যামিনী কুমার দেওয়ান „
৪। রাজেন্দ্র লাল দেওয়ান „

৫০। তপন কুমার চাকমা (টেক্সটাইল)
৫১। ভুপেন্দ্র নাথ চাকমা (উডওয়ার্কিং)
৫২। সর্মেন্দু বিকাশ চাকমা ঐ
৫৩। স্নেহ কুমার চাকমা ঐ
৫৪। পঞ্চজয় চাকমা (সিভিল)

কৃষি বিষয়ক ডিগ্রী

১। সুশীল জীবন চাকমা
২। কৌশল দেওয়ান
৩। প্রকৃতি রঞ্জন খীসা
৪। নবদ্বীপ চাকমা
৫। কাজল তালুকদার
৬। পরিতোষ খীসা
৭। বিধান কৃষ্ণ দেওয়ান
৮। খগেন্দ্র দেওয়ানের পুত্র।
৯। সোমনাথ চাকমা
১০। সন্তোষ কুমার চাকমা
১১। ইন্দুলাল চাকমা
১২। সুবোধ বিকাশ চাকমা

মৎস বিষয়ক ডিগ্রী

১। ডঃ সোমেন দেওয়ান
২। চন্দ্র কুমার চাকমা

পশু পালন বিষয়ে ডিগ্রী

১। মানিক লাল চাকমা
২। অনিল কুমার কার্বারী (মৃত)
৩। শ্যামাকর চাকমা
৪। রবীন্দ্র লাল চাকমা
৫। সুচিত্র দেওয়ান
৬। তরুন আলো খীসা

পশু পালন বিষয়ে ডিপ্লোমা

১। যামিনী রঞ্জন চাকমা (অবসর প্রাপ্ত)
২। চিত্তরঞ্জন চাকমা ঐ
৩। রমেশ চন্দ্র চাকমা ঐ
৪। ভুপতি রঞ্জন চাকমা ঐ
৫। দয়াল মোহন চাকমা ঐ
৬। কুমার বিনয় চাকমা ঐ
৭। রীন্দ্রেন্দু লাল চাকমা ঐ
৮। বিমল কান্তি চাকমা ঐ

স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত এম, এ, বাংলা বিষয়ে ৮ জন

১। কোকোনাদাক্ষ রায় (মৃত)
২। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা
৩। নমিতা দেওয়ান
৪। বীর কুমার চাকমা (মৃত)
৫। প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু
৬। সুভেন্দু চাকমা
৭। সুহৃদ চাকমা
৮। মৃত্তিকা চাকমা
৯। প্রভাত চাকমা
১০। সন্তেন্দু চাকমা
১১। শিশির চাকমা
১২। রীনা চাকমা

এম, এ, ইংরেজী বিষয়ে ৯জন

১। বিপসসী চাকমা
২। চিত্ত রঞ্জন চাকমা
৩। প্রমোদ বিকাশ কার্বারী
৪। প্রজ্ঞাবীর চাকমা

৫। মৈত্রী রায়
৬। রাজশ্রী রায়
৭। মুকুল কান্তি চাকমা (ভারতে)
৮। রমনী চাকমা
৯। দীপংকর শ্রী জ্ঞান চাকমা
১০। শান্তিময় চাকমা (সম্মান)
১১। যোগেশ তঞ্চংয়া

এম, এ, ইতিহাস বিষয় ২৭ জন

১। শরদিন্দু শেখর চাকমা
২। তারাচরণ চাকমা
৩। সমিত রায়
৪। চন্দ্রিমা দেওয়ান
৫। অমূল্য বিকাশ চাকমা
৬। পূর্ণাংগ খীসা
৭। মোহন বাঁশী চাকমা
৮। শান্তশীল চাকমা
৯। পরেশ নাথ চাকমা
১০। সুরেশ কান্তি চাকমা
১১। মুকুল কান্তি চাকমা
১২। নিশিথ বরণ চাকমা
১৩। গৈরিকা চাকমা
১৪। নবরশ্মি চাকমা
১৫। তরুণ তপন চাকমা
১৬। শান্তিময় চাকমা (বি, এ, সম্মান)
১৭। প্রীতিরাণী চাকমা
১৮। সুগত চাকমা
১৯। পার্থ প্রতিম চাকমা
২০। এনাকী খীসা
২১। ধ্রুব জ্যোতি চাকমা
২২। শান্তি রঞ্জন চাকমা
২৩। বকুল চন্দ্র চাকমা
২৪। চিরজ্যোতি চাকমা
২৫। অরিন্দম চাকমা
২৬। মিহির কিরন চাকমা
২৭। জ্ঞান রঞ্জন তঞ্চংয়া

এম, এ, দর্শন বিষয় (৫জন)

১। ডঃ নীরু কুমার চাকমা
২। জ্ঞানেন্দ্রিয় চাকমা
৩। বিমলাতিশ্ব শ্রমণ
৪। উত্তরা রায়
৫। স্বপ্না চাকমা

এম, এ, সমাজ বিজ্ঞান—৩০ জন

১। প্রফুল্ল কুমার চাকমা
২। আরতি চাকমা
৩। শিখা চাকমা
৪। পিনাকী দেওয়ান
৫। আদিত্য দেওয়ান
৬। বীরেন্দ্র লাল চাকমা
৭। মথুরা লাল চাকমা
৮। ডঃ সুধীর কুমার চাকমা
৯। সাধন কুমার চাকমা (জনসংযোগ)
১০। প্রভা শংকর চাকমা
১১। রমনী মোহন চাকমা
১২। বোধিসত্ত্ব দেওয়ান
১৩। সুধাসিন্দু খীসা
১৪। জয়ন্ত কুমার চাকমা
১৫। সুধাময় চাকমা
১৬। বিজন মনি চাকমা
১৭। গীতা দেওয়ান
১৮। রীনা চাকমা

২১। দীপক খীসা (বুলগেরিয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিদ্যুৎ)

২২। ইন্দ্ররাজ চাকমা (রাশিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অটোমোবাইল)

২৩। সুকুমার চাকমা ঐ (হাড্রোলিক)

২৪। পুষ্পেন্দু চাকমা ঐ (বিদ্যুৎ)

২৫। কবীর দেওয়ান ঐ ঐ

২৬। অমিতাভ চাকমা (আলজেরিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, (পেট্রোকেমিকেল)

২৭। কবিতা চাকমা (আরকিটেকচারের ছাত্রী)

২৮। গীতা চাকমা ঐ

২৯। বীর কুমার চাকমা ঐ

৩০। কুলুত্তম চাকমা (বিদ্যুৎ) ছাত্র

৩১। দীপ্তিময় চাকমা ঐ

৩২। পল দেওয়ান সিভিল) ছাত্র

৩৩। সুভাশীষ চাকমা (সিভিল) ছাত্র

৩৪ তরুণ জ্যোতি চাকমা (বিদ্যুৎ) ছাত্র

৩৫। রতন কুমার চাকমা (বিদ্যুৎ) ছাত্র

৩৬। রুপামণি চাকমা প্রথম বৎসর এর ছাত্র, (চট্টগ্রাম)

৩৭। প্রাণেন্দ্রি চাকমা ঐ

৩৮। বিপ্লব তালুকদার প্রথম বৎসর এর ছাত্র, (রাজশাহী)

৩৯। নীলমোহনের ছেলে ঐ

৪০। বিদ্যুৎ দেওয়ানের ছেলে ঐ

৪১। সুরেশ্বর বাবুর ছেলে ঐ

৪২। দেবতোষ খীসার ভাই ঐ

৪৩। রনজিত দেওয়ান (সিভিল) ঐ ঢাকা

৪৪। অরুণ আলো চাকমা ঐ

৪৫। রনজ্যোতি চাকমা ক্যামিকেল ইনজিনিয়ারিং, (ঢাকা)

৪৬। যতীন্দ্র তঞ্চংয়ার শ্যালা (বিদ্যুৎ)

৪৭। খাগড়াছড়ির একটি ছেলে

৪৮। বিধান চাকমা (ক্যামিকেল)

৪৯। মোহন চাকমা (সিভিল)

৫০। বীর চাকমা আরকিটেকচার
৫১। পল দেওয়ান (সিভিল)
৫২। শুভাশীষ চাকমা (সিভিল)
৫৩। দীপ্তিময় তঞ্চংগা (ইলেক্ট্রনিক)
৫৪। দীপ্তিময় চাকমা
৫৫। অনুপম তঞ্চংগা ৩য় বর্ষ
৫৬। মুকুর কান্তি তঞ্চংগা ২য় বর্ষ

ডিপ্লোমা প্রকৌশলী

১। পুলীন চন্দ্র দেওয়ান (মৃত) (সিভিল)
২। কৃষ্ণমোহন চাকমা ,,
৩। যামিনী কুমার খীসা ,,
৪। সমরেন্দ্র লাল চাকমা ,,
৫। বলভদ্র চাকমা ,,
৬। রজনী চাকমা ,,
৭। তরুন আলো খীসা (মৃত) ,,
৮। বুদ্ধেন্দু চাকমা ,,
৯। কান্তিময় চাকমা ,,
১০। অদ্যুত কুমার চাকমা ,,
১১। যৌতুক কুমার চাকমা ,,
১২। রসময় চাকমা ,,
১৩। প্রকৃতি বিজয় চাকমা ,,
১৪। প্রগতি রঞ্জন খীসা ,,
১৫। ভারত চন্দ্র খীসা ,,
১৬। সৈলেন্দ্র দেওয়ান (বিদ্যুৎ) ,,
১৭। নৃপতি চাকমা ,, ,,
১৮। অনংগ রঞ্জন চাকমা ,,
১৯। নির্মলেন্দু বিকাশ চাকমা বিদ্যুৎ
২০। বিকাশ কান্তি চাকমা ,,
২১। চিত্তরঞ্জন চাকমা (বিদ্যুৎ)
২২। সুনীতি রঞ্জন চাকমা ,,
২৩। বুদ্ধময় চাকমা ,,
২৪। বিমল কান্তি চাকমা ,,
২৫। সুনির্মল চাকমা ,,
২৬। কপিলেন্দু চাকমা ,,
২৭। ইন্দ্র রঞ্জন চাকমা ,,
২৮। জহর লাল চাকমা ,,
২৯। শান্তি বিকাশ চাকমা ,,
৩০। বাসনা বিকাশ চাকমা ,,
৩১। ফেলারাম চাকমা (যান্ত্রিক)
৩২। বিমল কান্তি চাকমা ,,
৩৩। ব্রজমোহন চাকমা ,,
৩৪। যশোবন্ত দেওয়ান ,,
৩৫। প্রিয়ব্রত চাকমা ,,
৩৬। অনন্ত বিহারী চাকমা ,,
৩৭। মৃণাল কান্তি চাকমা ,,
৩৮। সুনীল কান্তি চাকমা ,,
৩৯। চিত্ত রঞ্জন চাকমা (অটোমোবাইল)
৪০। জহর ভূষণ চাকমা ,,
৪১। নবকুমার তঞ্চংগা (সিভিল)
৪২। তুষার কান্তি দেওয়ান অটোমোবাইল
৪৩। কুসুম কুমার চাকমা ,,
৪৪। ইন্দ্ররাজ চাকমা ,,
৪৫। কালিমাধব চাকমা (দর্জিবিদ্যা)
৪৬। রবীন্দ্র লাল চাকমা ,,
৪৭। প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা ,,
৪৮।
৪৯। আলোক চন্দ্র খীসা (টেক্সটাইল)

২৪।	অনুপ দেওয়ান	এম, বি, বি, এস	
২৫।	প্রগতি চাকমা	"	(পিতা—দয়াল চাকমা)
২৬।	অজয় চাকমা	"	
২৭।	প্রগতি চাকমা	"	
২৮।	অত্যাত কুমার দেওয়ান	"	কমডেনসড
২৯	প্রভাত কুমার চাকমা	"	"
৩০।	ভগদত্ত চাকমা	"	
৩১	শ্রীময় রায়	এম, বি, বি, এস,	কোর্সের ছাত্র।
৩২।	শহীদ তালুকদার	"	
৩৩।	গায়ত্রী চাকমা	"	
৩৪।	নীতিশ চাকমা	"	
৩৫।	বাবুল কান্তি চাকমা	"	
৩৬।	তরুণ কান্তি চাকমা	"	
৩৭।	স্নেহ কুমার চাকমা	"	
৩৮।	রতন কুমার চাকমা	"	
৩৯।	বিনয় কৃষ্ণ চাকমা	"	
৪০।	মিন্তু দেওয়ান	"	
৪১।	এলি চাকমা	"	
৪২।		"	অমিয়াংশুর মেয়ে
৪৩।	বিজয় চাকমা	"	খুলারাম বাবুর মেয়ে
৪৪।		"	মনজুলিকা চাকমার মেয়ে
৪৫।	অম্বিকা খীসা (আম্বু)	"	ভগদত্ত খীসার মেয়ে
৪৬।		"	বংকিম দেওয়ানের জামাই
৪৭।		"	সুরেন্দ্র বাবুর ছেলে
৪৮।	ধর্মজ্যোতি চাকমা,	বি, ডি, এস	
৪৯।	বীরসেন চাকমা	"	
৫০।	হিমাংশু বিকাশ দেওয়ান	এল, এম, এফ	
৫১।	সুদেন্দু বিকাশ চাকমা	"	
৫২।	নির্মল দেওয়ান	এম, বি, বি, এস	(মৃত)

৫৩। সৌরিন্দ্র মোহন তালুকদার এল, এম, এফ, (মৃত)
৫৪। শরৎ চন্দ্র তালুকদার ঐ (মৃত)
৫৫। প্রমোদ তালুকদার ঐ (মৃত)
৫৬। মদন মোহন দেওয়ান ঐ (মৃত)
৫৭। মিতালী তালুকদার ৪র্থ বর্ষ
৫৮। নীল কুমার তঞ্চঙ্গ্যা ২য় বর্ষ

প্রকৌশলী (বি. এস. সি, ইঞ্জিনীয়ারিং)

১। অমলেন্দু বিকাশ চাকমা (সিভিল)
২। জগৎজ্যোতি চাকমা (সিভিল)
৩। অমলেশ চাকমা (সিভিল)
৪। সুজিত চাকমা (বিদ্যুৎ)
৫। ত্রিদিব চাকমা (যান্ত্রিক)
৬। তরুণ তপন চাকমা (সিভিল)
৭। বিনয় প্রকাশ চাকমা (যান্ত্রিক)
৮। দীপংকর চাকমা (যান্ত্রিক) সুধাংশু চাকমার পুত্র।
৯। প্রণতোষ খীসা (যান্ত্রিক)
১০। দেবতোষ খীসা (বিদ্যুৎ)
১১। বিকাশ দেওয়ান (বিদ্যুৎ)
১২ সুজয় দেওয়ান (সিভিল)
১৩। অনিমেষ চাকমা (বিদ্যুৎ)
১৪। আলপনা চাকমা (আরকিটেকচার)
১৫। অতিক্রম চাকমা (বিদ্যুৎ)
১৬। দিলীপ চাকমা (সিভিল)
১৭। অনিমেষ চাকমা (বিদ্যুৎ)
১৮। উষাময় চাকমা (যান্ত্রিক)
১৯। রনজিত কুমার দেওয়ান (সিভিল)
২০। চিত্তরনজন চাকমা (বুলগেরিয়ায় শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিদ্যুৎ)

বর্তমানে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা এবং এর অধিবাসীর সার্বিক উন্নয়নকল্পে যে বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণীত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি অদূর ভবিষ্যতে এই পার্বত্যাঞ্চলের উপজাতিরাও শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করবেন। ইতিমধ্যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক উন্নয়ন তৎপরতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এই এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনুন্নত ও অশিক্ষিত অধিবাসীরাও উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে পারবে এবং তাদের শিক্ষালাভের পথও সুগম হবে। এর ফলে প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে বিদ্যার্জনের জন্য এতদসংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তাই বর্তমানে এই ধরণের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে যে আসনগুলি সংরক্ষিত আছে তা অপ্রতুল বলে বিবেচিত হবে। এমতাবস্থায় এই অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধনের জন্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতীয়দের জন্য আরো অধিক সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার নিয়ম কানুনও তাদের জন্যে শিথিল করতে হবে।

উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকার পরিমাণও আরো বর্দ্ধিত করতে হবে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ সকল উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সমভাবে দিতে হবে। এই ব্যাপারে কোন প্রকার পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ পার্বত্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অধিকতর বৈষম্য সৃষ্টি করবে। সকল উপজাতি যাতে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সুবিধা পান তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সবাইকে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের পূর্বে যে সমস্ত উপজাতি অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছে তাদেরকে অন্যান্য অধিকতর অগ্রসর উপজাতিদের সমান কাতারে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কেননা অধিকতর উন্নত সমাজের সাথে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সমাজকে একই সময়ে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদান করলে তাদের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তা কোনদিন দূর হবে না। অনুরূপ ব্যবস্থাধীনে অনুন্নত উপজাতিরা কোনদিন উন্নত উপজাতিদের সমান কাতারে আসতে সক্ষম হবে না। অনুন্নত উপজাতিগণকে বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত উন্নত করে অন্যান্য উন্নত উপজাতিদের সমকক্ষ করার পরেই সবাইকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তবেই তাদের মধ্যে সমতাবোধ জাগ্রত হবে। হীনমন্যতা দূর হয়ে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠে জাতি ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

পার্বত্যাঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর উচ্চ শিক্ষিতের খতিয়ান

'চাকমা'

ডাক্তার

১। অনিল কুমার চাকমা, এম, বি, বি, এস,
২। সুব্রত চাকমা ঐ
৩। ইন্দু বিকাশ চাকমা ঐ
৪। জগদত্ত খীসা ঐ
৫। চিরঞ্জীব তালুকদার ঐ কানাডা/ইউ, কে তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
৬। দিবাকর খীসা ঐ লেঃ কর্নেল, বি, এ, এফ।
৭। অরুণ জ্যোতি চাকমা ঐ রাশিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
৮। স্নেহ প্রভা চাকমা ঐ
৯। প্রসেনজিত চাকমা ঐ
১০। কিশলয় চাকমা ঐ
১১। মুকুলজ্যোতি চাকমা ঐ
১২। সুচরিতা দেওয়ান ঐ
১৩। উদয় শংকর চাকমা ঐ
১৪। উদয় শংকর দেওয়ান ঐ
১৫। কণিস্ক চাকমা ঐ
১৬। মণীষা চাকমা ঐ
১৭। অজয় প্রকাশ চাকমা ঐ /কাপ্তেন
১৮। অরুণ কান্তি চাকমা ঐ
১৯। বিনয় কৃষ্ণ দেওয়ান ঐ
২০। অনিকা চাকমা / ঐ
২১। শমিল দেওয়ান ঐ
২২। শুভ্রা চাকমা ঐ
২৩। রনজিত চাকমা ঐ (সুভলং খাগড়াছড়ি)

ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত সম্মুখে নিয়ে এসে অধিকতর উন্নত উপজাতিদের সমান কাতারে দাঁড় করাতে হবে। একথা অনস্বীকার্য যে, যে সমস্ত উপজাতি এখনও শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাতে আছেন তারা সবাই দরিদ্র, অনুন্নত, দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলের অধিবাসী। অতিসম্প্রতি দেশের ব্যাপক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকেরাও যাতে উন্নয়নের সুফল সমভাবে ভোগ করতে পারেন সেই সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে যে উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হচ্ছে তাতে এই সমস্ত দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অনুন্নত ও অশিক্ষিত উপজাতিগণও শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করবে এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি।

(৭)

উপজাতিদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার খতিয়ান :

বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসারের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো। গত ১৯৭৮ সালে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে জরিপকার্য চালিয়েছিলাম তার উপর ভিত্তি করেই বিবরণটি তৈরী করা হলো। এই বিবরণে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারীদের যে নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে উহাতে যদি অনুরূপ শিক্ষিত কারোর নাম অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে দয়া করে এই অফিসে তার নাম, কত সালে কি বিষয়ে পাশ করিয়াছেন জানালে বাধিত হবো এবং এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় উহার সংশোধনী ছাপানো হবে। তালিকাতে নাম লেখা হয়নি এরূপ ব্যক্তির নাম যদি কারোর জানা থাকে তাকেও দয়া করে আমাদেরকে লিখিতভাবে নাম ও পাশের বিষয় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। নামের তালিকা পাঠানোর ঠিকানা :— সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পরিচালক, উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট, রাঙ্গামাটি।

ক্রমিক নং	উপজাতির নাম	এম, এ,	বি, এ,	ডাক্তার	ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী	ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা	বি এজি	এম এজি	পশু পালন	আই ন	বৈদেশিক বৃত্তি	বিদেশ প্রশিক্ষণ	বিদেশ শিক্ষা সফর	বিদেশে চাকুরী রত
১	চাকমা	১২২	২২২	৪০	২৬	৫৪	১২	২	৭	৫	৩০	২৫	২০	২৫
২	মারমা	১২	২২	১৩	১২	—	৪	—	৮	১	২	—	৮	—
৩	ত্রিপুরা	১২	৫৪	৯	৩	—	—	—	—	—	১	২	—	—
৪	তঞ্চঙ্গ্যা	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—
৫	লুসাই	২	২	—	—	—	—	.	—	-	—	—	—	—
৬	পাংখোয়া	—	২	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—
৭	বম	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
৮	খুমী	...	...			...		...	...	...	...	...	...	...
৯	খ্যাং	...	...		...	...	...	...	...	...	...		...	...
১০	চাক	...	১	...	...			...	...	...	...	...	...	...
১১	ম্রো	...	২	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

কুমার লোকোনাদক্ষ রায়
(উপজাতিদের মধ্যে প্রথম বাংলায় এম, এ, পাশ)

এই সমস্ত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি এই পার্বত্যাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান কার কোথায়? সম্প্রতি অনুন্নত ও অনগ্রসর উপজাতিগণকে বিশেষ সুবিধাদানের মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত টেনে আনার জন্য সদাশয় সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

গত ১৯৭৬ সালে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। এই উন্নয়ন বোর্ড পার্বত্যবাসীদের মধ্যে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য মহাবিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় সংলগ্ন ছাত্রাবাস প্রভৃতি নির্মাণ করেন এবং উপজাতীয় শিক্ষার্থীগণকে প্রতি বৎসর উপবৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

করে চাকমাগণ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন। এতে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) ১৯৩৮ সালের মধ্যে চাকমাগণের মধ্যে প্রায় এক ডজন ব্যক্তি স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। তাদের মধ্যে মৃত ভুবন চন্দ্র চাকমা, মৃত কৃষ্ণ কিশোর চাকমা, মৃত নিরোদ বরণ দেওয়ান স্কুল সাব-ইনসপেকটর হিসাবে কাজ করেন। তারাও চাকমাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

(ঘ) ১৯৫৯ সালে কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য কাপ্তাই বাঁধ তৈরী করা হইলে ২৫৬ বর্গমাইল এলাকার লক্ষাধিক চাকমা তাদের ঘর-বাড়ী, জমিজমা বাঁধের জলে ডুবে যাওয়ার ফলে অন্যত্র পুনর্বাসিত হয়। তাদের ক্ষতিগ্রস্থ ঘরবাড়ী, জমিজমার জন্য তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় ফলে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়। নুতন পুনর্বাসন এলাকায় তাদেরকে নুতনভাবে জমিজমা আবাদ করে নুতন বসতী গড়ে তুলতে হয়। তারা জীবন সংগ্রামে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। ফলে তারা অধিক আত্মসচেতন ও বাস্তববাদী হয়ে উঠেন। তাদের জীবন বোধের পরিবর্তন হয়। তাদের পেশাবৃত্তিতে বৈচিত্র্য আছে। এর ফলে তাদের জীবন প্রবাহে নুতন গতির সঞ্চার হয় এবং শিক্ষার পথে দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে। বলাবাহুল্য, চাকমাগণের মধ্যে শিক্ষার প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয় ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ তৈরী করার পর থেকে।

(ঙ) নুতন পুনর্বাসন এলাকায় চাকমাদের বৃহৎ বসতি গড়ে উঠে। এই কেন্দ্রীভূত চাকমা গ্রামগুলিতে দ্রুত উচ্চ বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে তাদের শিক্ষা লাভের পথ সুগম হয়।

(চ) চাকমা বসতি এলাকাগুলি অধিকাংশ হ্রদের ধারে অবস্থিত বলে জলপথে এইসব গ্রামে সহজ যোগাযোগ এর ব্যবস্থা গড়ে উঠে। ফলে এইসব গ্রামের শিক্ষার্থীগণ দূর দূরান্তরে গিয়ে বিদ্যার্জন করতে সক্ষম হন।

(ছ) প্রশাসনিক সদর দপ্তরে চাকমাদের রাজা ও অন্যান্য নেতাগণ বসবাস করেন। ফলে তাঁরা নিজেদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারের নিকট বহু ধরণের দাবী দাওয়া উত্থাপন করে সুযোগসুবিধা আদায় করে নিতে সক্ষম হন। জেনারেল আয়ুব খাঁর সময় প্রদত্ত বৌদ্ধ উপবৃত্তি চাকমা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুরূপ আর্থিক সুবিধা যা তাদেরকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিতে তুলনামূলকভাবে অধিক সহায়তা করেছে। এই সমস্ত কারণে চাকমাগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য উপজাতিগণকে তুলনামূলকভাবে পশ্চাতে রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

এতদসত্ত্বেও চলতি শতাব্দীর ষাট দশকের পূর্ব পর্যন্ত এই অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের গতি অত্যন্ত মন্থর ছিল। এই সময় আমরা দেখতে পাই ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চাকমাদের মধ্যে স্বর্গীয় চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় সর্বপ্রথম এন্ট্রান্স পাশ করেন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তার

জামাতা মৃত যামিনি কুমার দেওয়ান সর্বপ্রথম স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তাহার পুত্র চাকমা রাজকুমার কোকোনাদাক্ষ রায় সর্বপ্রথম বাংলায় এম, এ, পাশ করেন। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২০ বৎসরের মধ্যে আর দ্বিতীয় কোন চাকমা শিক্ষার্থী এম, এ, পাশ করতে পারেননি। ১৯৫৮ সালে মিঃ শরদিন্দু শেখর চাকমা ইতিহাস বিষয়ে এম, এ, পাশ করেন। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খাঁর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের পর তার ডিকেড অব প্রোগ্রেসের সময় বিবিধ সুযোগ সুবিধা লাভের কারণে চাকমাগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন।

১৮৮৯ সালে বৃটিশ সরকার সমগ্র লুসাই পার্বত্য এলাকায় লুসাই জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে ধীরে ধীরে তাদেরকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়। কয়েক যুগ ধরে খৃষ্টান মিশনারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর রোমান হরফে তাদের ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা লাভের মাধ্যমে তারা শিক্ষার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হন। পক্ষান্তরে অন্যান্য উপজাতিগণ অনুরূপ বহু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রশাসনিক সদর দপ্তর থেকে বহু দূরে দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে বসবাস করতেন বলে তারা উন্নয়নের সুফল ভোগ করতে সক্ষম হননি। নেতৃত্বহীন এই সমস্ত উপজাতি এই অঞ্চলের নদী উপত্যকার উর্বর সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপনের সুযোগ পাননি। ফলে তাদেরকে যোগাযোগ ব্যবস্থাহীন অরণ্যসংকুল দুর্গম পার্বত্য এলাকায় জুম চাষের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করতে হতো। উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য সরকার কর্তৃক অব্যাহত গতিতে যে উন্নয়ন তৎপরতা চালানো হয় তারও কোন সুফল তারা পাননি। ফলে তারা ধীরে ধীরে চরম দারিদ্রের অতল তলে ডুবে যেতে থাকে। শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাতে পড়ে থাকে। কাপ্তাই বাঁধের কারণে চাকমাদের মধ্যে যে নুতন জীবনবোধ গড়ে উঠে, তাদের জীবনের গতি সঞ্চার হয় এই সমস্ত উপজাতিদের জীবনে অনুরূপ কোন গতি সঞ্চারিত হয়নি। তাদের সনাতনী জীবন ধারায় কোন পরিবর্তন আসেনি। মারমাগণের দুইজন রাজা থাকা সত্বেও প্রশাসনিক সদর দপ্তর থেকে বহু দূরে দুর্গম অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করার জন্য তারাও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করতে পারেননি।

ত্রিপুরাগণ রাজা ও নেতৃত্বহীন অবস্থায় থেকেও বাহিরের কোন প্রকার সাহায্য সহায়তা ব্যতিরেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। অতিসম্প্রতি সদাশয় সরকার ত্রিপুরাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন, উহা ত্রিপুরাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বলাবাহুল্য অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ উপজাতিগণকে এইভাবে বিশেষ

উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি মিডল ইংলিশ স্কুল ও ২১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম রাংগামাটিতে একটি বেসরকারী মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তী সময়ে এই মহাবিদ্যালয়টি রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে নেওয়া হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এই পার্বত্যাঞ্চলে মোট ৩টি মহাবিদ্যালয়, ৩০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৪৭টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ৮৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে ৫০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২২টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ৮৯২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এখন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে মোট ১১,৭৪৯ জন। তন্মধ্যে ৪ ৮১১ জন উপজাতীয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ৩৬,১২১ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ২২০৯৮ জন এবং ছাত্রী ১৪,০২৩ জন। জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা মোট ৩৭০ জন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংখ্যা ১,১৬৬ জন তৎমধ্যে ৩৬৫ জন প্রধান শিক্ষক আছেন। বর্তমানে প্রায় ৮০টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২৫টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ও ৯১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭টি কলেজ বা মহাবিদ্যালয় আছে।

গত ১৯৬১ সালে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জনাব ডি, কে, পাওয়ারের নেতৃত্বে এই পার্বত্যাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তদন্ত করে প্রতিবেদন দানের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় সেই কমিটির সুপারিশক্রমে রাংগামাটি উচ্চ বিদ্যালয়কে বহুমুখী করা হয়। খাগড়াছড়ি, রামগড় ও নারানগিরি উচ্চ বিদ্যালয় সহ ৩৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯৬৪ সাল থেকে এই পার্বত্যাঞ্চলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পার্বত্যাঞ্চলের লোক সংখ্যা, সকল প্রকার বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা, বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ও শিক্ষিতের হার নিম্নে প্রদান করা হইল :—

সাল	মোট লোক সংখ্যা	সকল প্রকার বিদ্যালয়ের সংখ্যা	মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	শিক্ষিতের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১৯০১	১,২৪,৩৬২ জন	১০৪টি	১,৫৮৯ জন	২ শতাংশ
১৯১১	১,৫৩,৮৩০ জন	৯২৯টি	২,৩০১ জন	—
১৯২১	১,৭৩,২৪৩ জন	২৯৫টি	৩,৬০৯ জন	—
১৯৩১	২,১২,৯২২ জন	২০০টি	৩,৯৯০ জন	৪'৯ শতাংশ
১৯৪৭	২,৪৭,০৫৩ জন	২২০টি	—	—
১৯৫১	২,৮৭,৬৮৮ জন	২২৯টি	৭,০৮৮ জন	৮ শতাংশ
১৯৬১	৩,৮৫,০৭৯ জন	২৮৩টি	১৯,০৯৭ জন	১৫'৩ শতাংশ
১৯৭৮	৫,০৮,১৯৯ জন	৯,০৯২টি	৮২,৭০৭ জন	১৮'২ শতাংশ
১৯৮৫	৭,৪৬,১২৮ জন	৯,০২২টি	৪৭,৮৭০ জন	২৮ শতাংশ

বর্তমানে এই পার্বত্যাঞ্চলে প্রতি ৮৪০ জন লোকের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রতি ৩৪,০৯০ জন লোকের জন্য একটি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, প্রতি ১৫,০০০ হাজার লোকের জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয়, প্রতি এক লক্ষ সাত হাজার লোকের জন্য একটি মহাবিদ্যালয় আছে। সকল প্রকারের ১০২২ টি বিদ্যালয়ে মোট ৪৭,৮৭০ জন শিক্ষার্থী আছে। এই পার্বত্যাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে চাকমা-গণ পরিবেশগত কারণে এবং লুসাইগণ ধর্মীয় কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে তুলনামুলকভাবে অন্যান্য উপজাতিকে পেছনে রেখে যেতে সক্ষম হয়েছেন।

(৬)

চাকমা ও লুসাইগণের শিক্ষার অগ্রগতি লাভের কারণ সমুহ:

৫০৯৩ বর্গমাইল বিশিষ্ট এই বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পর্বত সংকুল দুর্গম অঞ্চল। এর যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। তাই পার্বত্যবাসীগণ সবাই উন্নয়নের সুফল সমভাবে ভোগ করতে পারেননি। তাই দুর-দুরান্তরে দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী অধিকাংশ উপজাতি শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। অপরপক্ষে জেলার উন্নত সদর দপ্তরের সন্নিকটে উর্বর নদী উপত্যকায় বসবাসকারী চাকমাগণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অধিকতর সুফল ভোগ করে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হন।

(ক) ১৮৬৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হওয়ার পর রাংগামাটিতে জেলার সদর কার্যালয় স্থাপিত হয়। বৃটিশ সরকার কর্তৃক এই সময়ে যে ন্যূনতম উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় সেগুলি যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত বলে প্রায়ই জেলা সদরের চতুর্পার্শ্বেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় এবং এই অঞ্চলের পরিবেশও অন্যান্য এলাকা থেকে তুলনামুলকভাবে উন্নত হয়। উন্নত পরিবেশের সংস্পর্শে এসে চাকমা-দের মধ্যে আত্ম উন্নয়নের স্পৃহা জাগে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য রাংগামাটী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন যে ছাত্রাবাসে প্রাথমিকভাবে বিনা খরচে থাকা খাওয়া ও পড়ার ব্যবস্থা করা হয় তারও প্রথম সুফল চাকমাগণ ভোগ করতে সক্ষম হন।

(খ) বৃটিশ সরকার উপজাতিগণকে জুমিয়া যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে উর্বর নদীউপত্য-কার সমতল ভূমি চাষাবাদের মাধ্যমে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করেন। প্রশাসনিক সদর দপ্তরের সন্নিকটে বসবাসকারী চাকমাগণ সর্বপ্রথম এই সুযোগ গ্রহণ করে উর্বর নদী উপত্যকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে চাষাবাদের মাধ্যমে তাদের আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করেন। এই সমস্ত গ্রামে নদীপথে সহজ যোগাযোগ এর ব্যবস্থা গড়ে উঠার জন্য সেখানে বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে এই অঞ্চলে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য যে প্রাথ-মিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার সুফল ভোগ

পার্বত্য অঞ্চলের উত্তরাংশ ত্রিপুরা মহারাজা এবং দক্ষিণাংশ আরাকানীদের ছিল বলে জানা যায়। ত্রিপুরা ও আরাকানী শাসনামলে এই অঞ্চলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যাশিক্ষাদানের জন্য কোন বিদ্যালয় ছিল বলে জানা সম্ভব হয়নি। তখন আরাকানীরা আরাকানী ভাষায় ত্রিপুরাগণ ত্রিপুরা ও বাংলা ভাষায় শাসন কার্য্য পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়। সাধারণতঃ ধর্ম মন্দির, ক্যাং প্রভৃতি জায়গায় বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হতো। মোগল আমলেও এই পার্বত্যবাসীদের উপর ফার্সী ভাষার খুব বেশী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। ১৭৬০ সালে চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে তারা এই পার্বত্যাঞ্চলেও তাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। পরবর্তীকালে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করে এই অঞ্চলটিকে তাদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনার পর পার্বত্যবাসীকে ইংরেজী ও বাংলায় আনুষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা দানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(৩)

উপজাতিদের ভাষা :

এই অঞ্চলের অনেকখানেক উপজাতি একই মংগোলীয় জনগোষ্ঠীভূক্ত এবং তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আকৃতিগত সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলেও তাদের ভাষার বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। চাকমাগণ ইন্দোএরিয়ান শ্রেণীভূক্ত চট্টগ্রামী বাংলা ও অহমিয়া ভাষার অনুরূপ ভাষায় কথা বলেন। মার্মাগণ বর্মী ভাষার অনুরূপ ভাষায় এবং ত্রিপুরাগণ তিব্বতী বর্মন শ্রেণীভূক্ত বোডো বা বোরো ভাষায় কথা বলেন। লুসাই, পাংখোয়া, বমরা তিব্বতী বর্মন শ্রেণীর মধ্য কুকী—চীন ভাষায়, খ্যাং ও খুমীগণ দক্ষিণ কুকী—চীন ভাষায়, চাকগণ সাক বা লুই ভাষায়, ম্রোগণ তিব্বতী বর্মন শ্রেণীভূক্ত মিশ্র ভাষায় কথা বলে। তঞ্চংয়াগণ চাকমাদের অনুরূপ এবং রিয়াং ও উসুইগণ ত্রিপুরাদের অনুরূপ ভাষায় কথা বলেন। সমগ্র পার্বত্যাঞ্চলে কোন বিশেষ একটি উপজাতি ভাষাগতভাবে নিরংকুশ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি বলে সমগ্র অঞ্চলে কোন উপজাতীয় ভাষা "লিংগোয়া ফ্রাংকার" রূপ নিতে পারেনি। পক্ষান্তরে, এই এলাকার সকল উপজাতি সমতলবাসী বাংগালীদের সহিত ব্যবসায়িক লেনদেন করে থাকে বলে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তাদেরকে বাংলা ভাষা শিখতে হয়। তাই বাংলা ভাষা এই অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে "লিংগোয়া ফ্রাংকা" হিসাবে গৃহীত হয়। একই কারণে এই অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি।

(৪)

উপজাতিদের হরফ :

উপজাতিদের মধ্যে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এই তিনটি প্রধান উপজাতির লেখার হরফ ছিল।

সম্ভবতঃ এই উপজাতিগণ বর্মীদের মাধ্যমে একই উৎস দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মনক্ষেমরদের কাছ থেকে হরফগুলি পেয়েছেন। তবে হরফগুলির আকৃতি একই রকম হলেও একই হরফের বিভিন্ন উপজাতির উচ্চারণ রীতি বিভিন্ন রকমের। যেমন চাকমাগণ 'ক' হরফটিকে চুচ্যাংয়াকা বলেন, মারমাগণ সেই হরফটিকে কাগ্রী এবং ত্রিপুরাগণ আদ্যগুরু আঁজ্জী 'ক' বলে থাকেন। চাকমা এবং মারমা হরফে লেখা কিছু কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলেও ত্রিপুরাদের ব্যবহৃত হরফে এই পর্যন্ত কোন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। হরফগুলি ওঝা এবং বৈদ্যদের কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। চাকমা ও মারমা হরফে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলেও বিষয়বস্তু অধিকাংশই ধর্মীয় এবং ভেষজ বিদ্যাভিত্তিক। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী কাহিনী-গান রাধামন ধনপুরী বা চাদিগাংছাড়া পালার চাকমা হরফে লিখিত কোন পুস্তক পাওয়া যায়নি। তাই উপজাতিদের হরফগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত ছিল না বলে তাদের পক্ষে বাংলা এবং ইংরেজীতে বিদ্যাশিক্ষা লাভের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়নি।

(৫)

শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রাথমিক ইতিহাস :

১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠিত হওয়ার পর জেলার অস্থায়ী সদর দপ্তর চন্দ্রঘোনায় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরেজী ব্যতীত চাকমা এবং মারমা ভাষাও শেখানো হতো। পরবর্তীকালে ১৮৬৮ সালের অক্টোবর মাসে জেলার সদর দপ্তর রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হলে ১৮৬৯ সালে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চন্দ্রঘোনা থেকে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর ১৮৭৮ সালে বিদ্যালয়টি মিডল ইংলিশ স্কুলে উন্নীত করা হয়। এরপর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়টিকে হাই ইংলিশ স্কুলে উন্নীত করা হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম ২২ জন ছাত্র এন্ট্রান্স পাশ করেন। তন্মধ্যে উপজাতীয় ছাত্র ছিলেন তিন জন। তারা হলেন (১) স্বর্গীয় চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় (২) অবিনাশ দেওয়ান ও (৩) কৈলাশ চন্দ্র শৈল (কুকী)। ১৮৯৭ সালে রাজা ভুবন মোহন রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমনী মোহন রায় এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং ১৯১০ সালে মোট ২২জন ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। তন্মধ্যে উপজাতীয় ছাত্রসংখ্যা ছিল মোট ৮ (আট) জন।

১৮৯০ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সমগ্র পার্বত্য এলাকায় এই একটি মাত্র হাই ইংলিশ স্কুল ছিল। কর্ণফুলী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ১৯৫৭ সালে কাপ্তাইএ আরো একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর জেনারেল আইয়ুব খানের ডিকেড অব প্রোগ্রেস এর সময় মোট ৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৬টি জুনিয়র বিদ্যালয়, ৮টি মিডল ইংলিশ স্কুল, ২৬১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাক-ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে এই অঞ্চলে মাত্র ১টি

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত

—সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

(১)

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্রধান বাহন এবং মাপকাঠি হলো এই শিক্ষা আর জ্ঞান। তাই শিক্ষার জন্য, জ্ঞানের জন্য মানুষকে একে অপরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আজ যারা পিছিয়ে পড়া অশিক্ষিত, অনুন্নত পার্বত্যবাসীকে অসভ্য, বর্বর আখ্যায়িত করার উৎসাহিত তারাও একদিন অশিক্ষিত, বর্বর ছিল একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য পৃথিবীর মানুষ সর্বদা পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই পার্বত্যাঞ্চলের ডজনখানেক উপজাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মূল কারণ যথোপযুক্ত শিক্ষা সম্প্রসারণের অভাব। বলা বাহুল্য এখনও উপজাতি অধ্যুষিত এই পার্বত্যভূমির শিক্ষিতের হার বাংলাদেশে সর্বনিম্ন। তাই এই অনুন্নত, পশ্চাদপদ পার্বত্যবাসীরা যাতে অশিক্ষা কুশিক্ষার বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারে তার জন্য তাদের বসতির পরিবেশ আরো উন্নত করে তাদেরকে আত্মসচেতন ও আত্মউন্নয়নের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। এরজন্যে প্রয়োজন ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সমষ্টিগত প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রীয় আনুকুল্য। তাদের পরিবেশ উন্নত করার জন্যে বিশেষ অর্থনৈতিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। উপজাতিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও পশ্চাদপদ তাদের উন্নয়নের জন্যে অন্যান্যদের তুলনায় অধিক এবং বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা একটি অধিকতর উন্নত জনগোষ্ঠীর সহিত অপেক্ষাকৃত অনুন্নত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমমানে আসার পূর্বে যদি তাদেরকে সমান সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে উন্নত ও অনুন্নত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ব্যবধান কোন দিন দূর হবে না। অনুন্নত ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রিয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বরাবরই পিছু টান দেবে। এক্ষেত্রে সমগ্র জাতি এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি ব্যাহত হবে।

(২)

শিক্ষার অতীত অবস্থা ঃ

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এলাকাটি চূড়ান্তভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে এই

ঃ সুচী-পত্র ঃ

প্রবন্ধ ঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা অগ্রগতির ইতিবৃত্ত/সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের লিটল ম্যাগাজিন/নন্দ লাল শর্মা

নিবন্ধ ঃ

৩। বর্ষপঞ্জি ত্রিপুরাব্দ ঃ প্রাচীন সভ্যতার দলিল/প্রভাংশু ত্রিপুরা

কবিতা ঃ

৪। উচ্চারণ/কাজী রফিকুল হক

৫। চিম্বুক/কৃষাণ/কাজী মোস্তফা

৬। মানচিত্র/মোসলেহ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী

৭। মানুষ তুমি/নাজিম হাসান

৮। বিদায় সুরঞ্জন/আলো ইসলাম

৯। হৃদয়ের শূন্য পাত্র/সুপ্রিয় তালুকদার

১০। ভালবাসাহীন ভালবাসা/মাকসুদুর রহমান

১১। হৃদয়ে রাধামন ধনপুদি/ভূঁইয়া মোখলেস-উর-রাহমান

১২। তোমার চিঠির উত্তরে/হীরা বড়ুয়া

চাকমা কবিতা ঃ

১৩। বুগর ব্যাধিয়ে হিল মাজ্যা/মৃত্তিকা চাকমা

১৪। অবরুদ্ধ বুকের ব্যাথায় (বঙ্গানুবাদ) ঐ

লোক সাহিত্য ঃ

১৫। একটি রাখাইন বিয়ে/সুগত চাকমা ননাধন

ছোট গল্প ঃ

১৬। কৃষ্ণচূড়ার ভালবাসা/মিসেস শোভা ত্রিপুরা

ভ্রমণ কাহিনী ঃ

১৭। তীর্থের পথে পথে (ধারাবাহিক) / শ্রী বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান

চালাক চতুর। এরি মধ্যে সে প্রায় সব তীর্থস্থানগুলোতেই বার কয়েক ঘুরে এসেছে। ওর কাছে অনেক তথ্য পাওয়া গেল, যেগুলো পরবর্তীকালে আমার খুব কাজে এসেছে। আর চন্দণাকেই বা কম বলি কীসে? বস্তুতঃ এদেশের মেয়েরাই খুব চটপটে। আমাদের দেশের মেয়েদের মত জড়তার লেশমাত্র নেই। কেমন অনায়াস ভঙ্গিতে এরা ট্রামে-বাসে চড়ে! দিল্লীতেও দেখেছি পিক আওয়ারে অফিসগামী মেয়েরা সব টপাটপ্ বাসে উঠে যাচ্ছে, অথচ সেখানে প্রতি ষ্টপেজে বাস থামে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। আর এদেশে বাস ভাড়াও কি দিল্লী কি কলকাতা সবখানে খুব সস্তা। তীর্থ সেরে দিল্লী ষ্টেশনে এসে যখন নামি, রাজঘাট অশোক বুদ্ধ বিহারে যাওয়ার জন্য একখানা বেবী টেক্সী নিয়েছিলাম। মিটারে ভাড়া উঠলো ষোল রুপী। পরে দেখেছি বিহারের ধারেই বিরাট এলাকা জুড়ে রাজঘাট বাস টার্মিনাল। ওখান থেকে প্রতি দশ মিনিট অন্তর দিল্লী পরিবহণ নিগমের বাস দিল্লী ষ্টেশনে আসা-যাওয়া করে। ভাড়া মাত্র ষাট নয়া পয়সা।

আত্মীয় স্বজনের মাঝখানে বাগুইআটীতে আমার দু'দিন একরাত খুব আনন্দে কেটে গেল। ৫ই অক্টোবর বিকেল বেলা কলকাতায় ফিরে এলাম। খবর পেলাম আমার সহযাত্রীরা আজ তারকেশ্বর কাল দক্ষিণেশ্বর এমনি করেই আছেন। এদিকে সারা কলকাতায় দুর্গাপূজা জমজমাট। সুরকৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে আমিও বেশ কয়েকটা পূজা প্যাণ্ডেল ঘুরে এলাম। ওঁর বাসার ধারেও একটা প্রতিমা চড়েছে। সন্ধ্যে হতেই তাতে আরতির বাদ্যি বাজনা আর পটকা ফোটানোর তুমুল শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়। তবে দেওয়ালীর রাতে দিল্লীতে যা পটকা ফোটানোর ধুম দেখেছি সে সবের সাথে এর তুলনাই হয় না। সেদিন মনে হয়েছিল, সারা রাত ধরে দিল্লীতে বুঝি বোমাবর্ষণ চলেছে। চারদিকে শুধু একটানা বুম্‌বুম্ শব্দ। এদিকে পূজা দেখতে দেখতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। কতক্ষণ আর পূজা দেখা যায়! এক কলকাতাতে যে কী বছর কত হাজার প্রতিমা চড়ে কে তার হিসেব রাখে? ৬ই গেল, ৭ই গেল, আমার সহযাত্রী-দের কোন খবর নেই। অগত্যা তাদের আশা ছেড়ে দিয়ে আমি ৮ই তারিখে বোম্বে মেলে একাই পশ্চিমে পাড়ি দিলাম।

এদেশে বিদেশী পর্য্যটকদের জন্যে ভ্রমনের বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে। টুরিষ্ট লাগ্গারী কোচের তো ছড়াছড়ি। এসব কোচে চড়ে ভি সি আর দেখতে দেখতে আরামসে প্যাকেজ ট্যুর করা যায়। বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে বিদেশীদের জন্যে আলাদা টিকেট কাউন্টার আছে 'ফরেনারস্ ওন্‌লি।' এসব কাউন্টারে পাসপোর্ট দেখালে একেবারে শেষ মুহূর্তেও রিজার্ভেশন পাওয়া যায়। এদেশের রেলওয়ে সব ব্রডগেজ লাইন, বড় বড় বগী, বড় বড় কম্পার্টমেণ্ট। যাত্রীদের সুখ সুবিধার প্রচুর সুবন্দোবস্ত রয়েছে। আমাদের দেশের মত গাড়ীতে আলো নাই, পানি নাই, এরূপ অবস্থা

এখানে ভাবাই যায় না। যাত্রীদের ভীড় এ দেশেও আছে, তবে তাই বলে আমাদের দেশের মতো কেউ একেবারে ট্রেনের মাথায় চড়ে বসে না। এখানে বগীগুলোতে মাঝে মাঝেই এক একটা খোলা চাতাল থাকে। এগুলোতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক দাঁড়াতে পারে তাই আর কাউকে বড় বাদুড়ঝোলা হয়েও যেতে হয় না।

গয়া ষ্টেশনে নেমে একটু বেকায়দায় পড়ে গেলাম। তখন শেষ রাত, সাড়ে চারটা -ও বাজেনি। সন্ধ্যারাতের গাড়ীতে এসেই এই হাল হয়েছে। এখন কি করি—ভাবতে ভাবতে ষ্টেশনের বাইরে চলে এলাম। দেখি, কিছু দূরে ছোটখাট একটা চায়ের দোকানে আলো জ্বলছে। বোধহয় সারা রাত এটা খোলাই ছিল। ওখানে গিয়ে আগে চা-টা খেয়ে নিলাম। প্রাতঃকৃত্যাদি আগেই গাড়ীতে সেরে এসেছিলাম। দোকানীকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বুদ্ধগয়া যাওয়ার রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করতে সে সশব্যস্তে বললেন,—"আপ তীরথমে আয়া? বৈঠিয়ে, থোড়ে বাদ হিয়াপর রিকশা আয়েগা, আপকো উতার দেঙ্গে।"

এদেশে দেখলাম, সরকার তো বটেই, জনসাধারণও বিদেশীদের সুখ সুবিধার প্রতি বিশেষ সচেতন। কারণ, যত বেশী বিদেশী সমাগম ঘটবে ততই তাদের দেশে বেশী পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা আসবে। গাড়ীতেই আমি তার প্রমাণ পেয়েছি। আমার শোয়ার জায়গা পড়েছিল উপরের বাঙ্কে। বুড়ো বয়সে উঠানামা করতে কষ্ট হবে বলে নীচের ভদ্রলোককে আমার অসুবিধার কথা জানাতে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সীটে উঠে গেলেন। এক জন অচেনা বৃদ্ধ যাত্রীর প্রতি এ ধরণের সহৃদয়তা প্রদর্শন আমাদের দেশে ভাবা যায়? এ রকমটি ফেরার পথেও ঘটেছিল। দিল্লী থেকে আমি আর শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীমান বিনিময় চাকমা হাওড়া ডিলাক্স-এ চড়েছিলাম, কিন্তু রিজার্ভেশনের গণ্ডগোলে আমাদের সীট পড়ে কম্পার্টমেন্টের প্রায় এমাথা ওমাথা। আমার পাশের গালপাট্টাওয়ালা ভদ্রলোককে আমাদের অসুবিধার কথা বলে অনুরোধ জানাতে তিনি সানন্দে বিনিময়ের সীটে চলে গেলেন।

রাস্তায় রিক্সা দেখা দিতেই দোকানী এক জন পরিচিত রিক্সাওয়ালা ডেকে আমাকে ওর রিক্সায় তুলে দিলেন। যেতে হবে কিছু দূরে —কাছারী ওখান থেকে বুদ্ধগয়া যাওয়ার বাস ছাড়ে। রিক্সার ভাড়াও ইনিই ঠিক করে দিলেন, দেড় রুপিয়া। ওটাই রেট, কুন্দনের কাছে আমি আগেই জেনে নিয়েছিলাম। গাড়ী ছাড়ার আগে দোকানী আমাকে পই পই করে বলে দিলেন,—'বাবুজী ইস্‌ছে জেয়াদা মৎ দেজিয়ে।' কিন্তু কাছারী পৌঁছে রিক্সাওয়ালা এমন কাকুতি মিনতি শুরু করে দিল, দুটো টাকাই পুরো দিয়ে দিলাম তাকে। তীর্থে এসেছি, কাউকে আর অসুখী করতে চাই না। সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু; সুখী হোক সর্ব্বজন! রিক্সাওয়ালা যারপর নাই খুশী হয়ে আমার ব্যাগটা হাতে নিয়ে একটা ভালো জায়গা দেখে আমাকে বাসে তুলে দিল।

[চলবে]